



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 15 Issue • 15 January, 2022, Saturday • ১ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397



পৌষ সংক্রান্তিতে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন রাজপাল সভাদেও নারাইন আর্থ ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বিজেপি বিধায়ককে জরিমানা করা হয় না

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্ষর, ১৪ জানুয়ারি। বিধায়কের জন্য কোভিড বিধি নেই, নেই স্ববিশ্বাসের নামে শপথ নিয়ে আসা পুলিশ কিংবা প্রশাসনিক অফিসার, শিরদাঁড়া সোজা নেই তাদের। জরিমানা একবার করলে যে মাথা উচু থাকত, সারা জীবনের মত মাথা নিচু করে কামিয়ে যাওয়ার পথেই

না, তেমনি মান্বহীন থাকা, শারীরিক দুরত্ব না মানলে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। আরও নির্মম হচ্ছে, গরিব মানুষকে খাওয়ানোর কথা বলে ডেকে এনে ভিড় বাড়িয়ে তাদের বিপদে ঠেলে দেওয়া। গরিব মানুষ অসুস্থ হয়ে ঘরবন্দি থাকলে, তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে

জিনিস প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মানুষের অবস্থা ভাল হয়েছে, পার কাপটি আয় বেড়েছে বলা হোক, সামান্য চাল-ডাল দেওয়ার কথাতেই যেভাবে মানুষ ভিড় করেছিলেন, তাতেই তাদের অভাব কতটা বোঝা গিয়েছিল। কোভিড বিষয়ে সব নির্দেশিকা জারি করেন যে, সেই মুখ্য সচিবই নিশ্চুপ, এক্সটেনশনে থাকা ডিজিপিও চুপ অধস্তন অফিসাররা কোভিড বিধি না মানার জন্য শাসক দলীদের কিছু বলেন না দেখেও।

তবে সাধারণ মানুষকে, সাধারণ অটোওয়ালাকে পেলে সেইসব পুলিশ, প্রশাসনিক অফিসারেরা কাঁপিয়ে পড়েন। আইনের চোখে সবাই সমান। ছোট ক্লাসেই সমাজবিদ্যার ক্লাসে এই শেখানো হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা হয়, কোনও রাজনৈতিক নেতার ছেলে কোনও অন্যায্য করলে, নেতার ছেলে বলে কি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, উত্তর বলা হয়, না। আইন সবার জন্য সমান, এটা বোঝাতে এই রকম বলা হয় পাঠ্য বইয়ে। আর পাঠ্য বইয়ের বাইরে ঠিক তার উল্টোটা দেখে, আর বড় হতে হতে আইনের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে অনেকেই। রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধিরাই এই সব বিপরীত উদাহরণ তৈরি করেন। জেলাইবাড়িতে বাসুদেব পেট্রোলিয়াম'র সূচনায় বিধায়ক, শঙ্কর রায় কোভিড বিধিকে তুড়ি মেরে

মৃত, চাকরিহীনদের খাতা দেখতে হবে!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি। কলোরে কীর্তি শিক্ষা দফতরের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবসরে চলে গেছেন, ১০৩২৩ শিক্ষক, এমনকী মৃত শিক্ষককেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বোর্ড পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ শিক্ষা বিপ্লব "তথ্য" দিয়ে "বুঝিয়ে" থাকেন। শিক্ষা দফতর ১৮ তারিখ থেকে খাতা দেখার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে শিক্ষকদের নামের যে তথ্য আছে, সেখানে অবসরে

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI/NCR

9774414298

53 Shishu Uddyan Biplani Bitan A. K. Road Agartala 799001

বিজ্ঞপ্তি: বিজ্ঞপ্তি না-হয়ে 'পারুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে 'পারুল প্রকাশনী'র বই কিনুন

চলে গেছেন, এমন শিক্ষকের নাম আছে, চাকরি চলে গেছে, এমন শিক্ষকের নাম আছে, নাম আছে মৃত শিক্ষকের। একজন-দুইজন নয় অনেক নাম। আগেও দেখা গেছে চাকরি চলে যাওয়া শিক্ষকদের দফতর বদলি করার নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষা দফতর ছাত্রদের ভবিষ্যত নিয়ে কতটা দায়িত্বশীল, এই রকম নির্দেশে তার উদাহরণ। খাতা দেখার কাজে দক্ষিণ জেলার যে শিক্ষকদের নামের তালিকা বের হয়েছে, তাতে তিন নম্বরে আছেন অভয়নগর স্কুলের লক্ষীচরণ নমঃ। ছাব্বিশ নম্বরে বি কে ইনস্টিটিউশন'র নিমাই চক্রবর্তী, তেথটি ও চৌধুরি নম্বরে বড়পাথার স্কুলের ভোলানাথ চক্রবর্তী ও তপন বৈদ্য, বিরশি ও তিরিশি নম্বরে বিলোনিয়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিভুলাল

নীরদের থিওরিতে ব্রাত্য প্যাটেল-গান্ধি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি। কিংবদন্তী সাহিত্যিক, পণ্ডিত নীরদ চন্দ্র চৌধুরী 'আত্মজাতী বাঙালি' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ইংরেজরা এই দেশে আসার আগে আমাদের তেমন 'সভ্যতা' ছিলো না। নীরদবাবুর ভাষায়, যা ছিলো তা আদতে 'ফেক সিভিলাইজেশন'। নীরদবাবুর এই থিওরিকে খানিকটা মান্যতা দিয়ে চলেছেন শহরের এনসিসি থানা কর্তৃপক্ষ। এই থানাটি গত কয়েক বছর ধরেই 'হেভিওয়ে' থানা বলে পরিচিত। এই থানার ক্যান্টিনে দেশের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং লাঞ্ছনা-কোটি দেশবাসীর কাছে যিনি 'বাপু' নামে পরিচিত, সেই মহাত্মা গান্ধির দুটো বাঁধাই করা ছবি চায়ের মেশিন-কাপ, ট্রে, ছাঁকুনি ইত্যাদির সঙ্গেই পড়ে আছে। শহর তথা রাজ্যের অন্যতম ব্যস্ত এবং প্রধান একটি থানায় এই চিত্রটি নিঃসন্দেহে পুলিশ সপ্তাহে চলাকালীন সময়ে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বছরের



ও বোধকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে। সেই মহাত্মা গান্ধির ছবি যেভাবে ও বোধকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে। সেই মহাত্মা গান্ধির ছবি যেভাবে

শহরের অন্যতম প্রধান থানায় অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে তা

থানা কর্তৃপক্ষের উদাসীন এবং আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা-মানকে প্রকাশ্যে তুলে ধরে। ছবিটি যেকোনও পরিবারের কাছেই অসৌজন্যমূলক। দেশের অন্যতম প্রধান দুই কাণ্ডারির এ হেন করণ পরিণতি, মূর্তি পূজার পরে তাকে অবহেলিত অবস্থায় পথের ধারে ফেলে দেওয়ার সমান। ইতিমধ্যেই সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল দেশজুড়ে একটি আলোকিত অধ্যায়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মূর্তি হিসেবে নর্মদা নদীর তীরে তিনি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ১৮২ ফুট উচ্চতার একটি মূর্তির বিনি চরিত্র সেই তিনিই রাজ্যের অন্যতম প্রধান থানায় চা তৈরির টেবিলে। প্রতিদিন উক্ত থানার আধিকারিক এবং কর্মীরা চা খেতে ঘরটিতে যান সকলেরই চোখে পড়ে, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি অবহেলায় কোনওক্রমে চা তৈরির টেবিলটিতে পড়ে আছেন। কিন্তু কে কাকে বলবেন? আসলে আমরা অনেকেই 'আত্মজাতী বাঙালি'!

গত ১০ দিনে দৈনিক গড় আক্রান্ত ৪০৫ রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত'র কারণ খুঁজছেন সচেতন মহল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি। দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যে করোনা আক্রান্তের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে এ রাজ্যের সবচেয়ে 'কাছের' প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়েও নানা ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, পুরভোটের খেসারত। কেউ কেউ বলছেন, পার্ক স্ট্রিটে হাজার লাখো মানুষের বৃদ্ধি-ভিড় এই করোনার জন্য দায়ী। আবার অনেকের মত, গঙ্গাসাগরের মেলা একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু রাজ্যের বেলায়? মকর সংক্রান্তির দিন রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৯১৬ জন। তার আগের দু'দিন মিলিয়ে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো প্রায় চৌদ্দশ জন। এই পরিস্থিতি কেন হলো? কি কারণে? বৈজ্ঞানিক

- গত তিনদিনে মোট আক্রান্ত ২৭০৬ জন।
- শুক্রবার পজিটিভিটি রేট ১০.৫৮ শতাংশ।
- গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ১৬৩ জন।
- গত ৫ জানুয়ারি থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ৪০৫ জন।

গত ডিসেম্বরের শেষ দিকেও যখন রাজ্যজুড়ে বড়দিন আর নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আয়োজন চলছে, তখনও ভাবা যায়নি, করোনার প্রকোপ এই হারে বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই গত ডিসেম্বর মাসে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ডাবল ডিজিট স্পর্শ করেনি। করলেও ডিসেম্বরের শেষ দিকে।

'সেফুরি' পার করেছে একদিনে। সরকারি তথ্য মোতাবেক, গত ডিসেম্বরের ২৭ তারিখ রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ছিলেন শূন্য জন। পরের দিন ২৩ জন। তার পরের দিন ১৩ জন। গত ডিসেম্বরের ৩০ তারিখ সারা রাজ্যে মোট ১৫ জন এবং ৩১ তারিখ মোট ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ বছরের শুরুতেই আক্রান্ত হার মোটের

উপর দখলেই ছিলো। জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ রাজ্যে মোট আক্রান্ত হন ১৭ জন, দ্বিতীয় দিন ২২ জন, তৃতীয় দিন ১২ জন, চতুর্থদিন ৪৮ জন। তার পর থেকেই গ্রাফ একেবারে উল্লম্বুখী। গত ৫ তারিখ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬, গত ৬ তারিখ এই সংখ্যাটি হয়ে যায় ৮৩। এদিকে, গত ৭ তারিখ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ১০৩ জন, পজিটিভিটি রেট ছিলো ৩.০৯ শতাংশ। পরের দিন অর্থাৎ গত ৮ তারিখ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে গিয়ে দাঁড়ায় ১৫৪ জনে। ৯ তারিখ আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ২০৬ জন, সেদিন পজিটিভিটি রেট ছিলো ৫.১৫ শতাংশ। গত ১০ তারিখ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৬, গত ১১ তারিখ ৫৭৯, গত ১২ তারিখ ৭৮৩ জন আক্রান্ত হন। গত ১৩ তারিখ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো

বিমানবন্দরে নেগেটিভ, বাড়ি ফিরে পজিটিভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে নেমে করোনা পরীক্ষা করানোর পর তিনি 'করোনা নেগেটিভ' শনাক্ত হন। গত বুধবার কলকাতা থেকে রাজ্যে ফিরে আসেন কৃষি দফতরের অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মী। শহরের মোলারমাঠ অঞ্চলের এই বাসিন্দা গত বুধবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ বাড়িতে ঢুকে পড়েন। কলকাতায় উন্নততর চিকিৎসার জন্যে বেশ কয়েকদিন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর রাজ্যে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু বুধবার

বাড়ি ফিরেই ফের অসুস্থতা অনুভব করেন প্রাক্তন ওই সরকারি কর্মচারী। সেদিন রাতেই তড়িঘড়ি উনাকে হাঁপানিয়াহুঁতে টিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে করোনা পরীক্ষা করানোর জন্যে প্রাক্তন ওই সরকারি কর্মীর শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ডাক্তার এবং নার্সরা অসুস্থ ব্যক্তিকে পরিষেবা প্রদানের জন্যে প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো, টিএমসি হাসপাতালে যখন উনার করোনা পরীক্ষা করা হয়, তখন দেখা যায় উনি 'পজিটিভ' ছিলেন। এই

ঘটনাটির পরে স্বভাবতই তিনটি প্রশ্ন জাগছে। এক, কলকাতা থেকে তিনি যখন হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে রাজ্যে ফিরে আসেন, তখন সেই হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা ঠিকভাবে হয়েছিলো? মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে ওই ব্যক্তির আদৌ পরীক্ষা হয়েছিলো তো? টিএমসিতে যে পরীক্ষাটি হয়েছে, তা আদৌ ঠিক ছিলো তো? বিষয়গুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে নিশ্চিতভাবেই আলোচনা শুরু হবে। এমন বহু ঘটনা প্রতিদিন রাজ্য এবং দেশের নানা প্রান্তে ঘটে চলেছে। বিষয়গুলো নিয়ে সঠিক তদন্ত এবং গবেষণা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন।

সিস্টার গুণমানই প্রকৃত পুরস্কার

সিস্টার

এখন মিক্সড মশলা

নিশ্চিত্বের প্রতীক

সিস্টার

সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা

স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

প্রথা ভেঙে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পদে এবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত?

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি।। ব্রিটিশ

প্রশাসনে ফের বড়সড় রদবদলের সম্ভাবনা। প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের উপর ইচ্ছাফার চাপ বাড়ছে ঘরে-বাইরে। লন্ডনের রাজনৈতিক অন্দরে জোরদার গুঞ্জন, খুব শিগগিরই পদত্যাগ করতে পারেন বরিস। আর তাঁর বদলে ১০, ডাউনিং স্ট্রিটে কৈ প্রবেশ করবেন, তা নিয়েও জোর আলোচনা চলাছে। খানিকটা প্রথা ভেঙে এবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে পারেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক! তিনি এই মুহূর্তে সেখানকার চ্যাপেলর। এ নিয়ে আপাতত সরগরম ব্রিটিশ রাজনীতি। বছর দুই আগের গ্রীষ্মে, করোনাকালে গুয়াইন পার্টিতে দেখা গিয়েছিল প্রেমিকা-সহ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে। সেসময় ইংল্যান্ডে লকডাউন চলছিল। সেই পরিস্থিতিতেও পার্টি? এই ছবি

ভাইরাল হতেই বিতর্কের মুখে পড়েন বরিস জনসন। শুধু বিরোধীরাই নয়, বরিসের কনজারভেটিভ পার্টির অন্দর থেকেই চাপ আসতে থাকে। সকলেই চান, বরিস প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিন। ওয়াইন পার্টি নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজেও হরেক সাফাই দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরা সেসব মানতে রাজি নন। বরিসের গদি টলমল হওয়ার সুত্রপাত এখানেই। লকডাউন চলাকালীন ব্রিটেনে যাবতীয় নিয়মভঙ্গের বিষয়টি এই মুহূর্তে তদন্তের আওতাভুক্ত। বর্ষায়ান আমলা সু্য গ্রে-এর তদন্ত করছেন। বুধবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বরিস আত্মরিক ক্ষমাপ্রার্থনা চেয়েছেন নিজের কীর্তির জন্য। আর উল্লেখযোগ্যভাবে এই সময় পার্লামেন্টে ছিলেন না ভারতীয় বংশোদ্ভূত চ্যাপেলার ঋষি সুনক। তা নিয়ে ফিসফাস শুরু হয়। তবে কি

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ইতিমধ্যেই বেড়েছে? প্রতিযোগী হয়ে উঠেছেন বলে? পরে টুইটে পার্লামেন্টে নিজের অনুপস্থিতি নিয়ে জবাবও দিচ্ছেন ঋষি। জানিয়েছেন, তিনি দিনভর নানা জায়গা পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া এমপি-দের সঙ্গে বৈঠকও ছিল। একটি প্রকল্প নিয়ে তাঁরা

সকলেই ব্যস্ত। এরপর ঋষি লেখেন, “আমি মনে করি, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী খুব ভাল করেছেন। এছাড়া বিষয়টি নিয়ে তো তদন্ত চলছেই।” যদিও প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড়ে যে তাঁকে নিয়ে আলোচনা জোরকদমে চলছে, সে বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনক।

দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১শে

● **৬-এর পাতার পর** তবে, প্রতি মিনিটে সঠিকভাবে ৪০টি ইংরিজি শব্দ কম্পিউটারে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার চালানোর জ্ঞান থাকাও বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বয়স : ১৫-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে ১৮-৪০ বছর। এসসি/ এসসি/ শাঃ প্রতি বর্ষাী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি

নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। ডিসচার্জড ১০৩২৩ এভহুক্ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুধূৎ ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। বেতনক্রমঃ পে ব্যান্ড লেভেল ৭ অনুযায়ী। উল্লেখ্য, দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় কোনও ডকু মেন্টস/ সার্টি ফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি আপলোড করে বা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে, সমস্ত ডকু মেন্টস/ সার্টি ফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি টিপিএসসি অফিসে জমা দিতে হবে। সরকারি চাকরিত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র টিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য।

তেজসের যাত্রীরা

● **তিনের পাতার পর** রাখলেও স্বাস্থ্য কর্মীদের দেখা না পেয়ে টেস্ট ছাড়াই তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এখন ঐ যাত্রীদের মধ্যে একজনও যদি ওমিগ্রন সক্রমিত হয়ে থাকে তবে ডেন্টাল প্রিয়ারেন্ট থেকে তারও অধিক গাঠিতে তা গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ? এখন প্রশ্ন হল সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য কর্মীরা নেই কেন? এর জবাবে স্বাস্থ্য দপ্তরেরই একাংশ কর্মীরা বক্তব্য হল, আমবাসা রেলস্টেশনে কোভিড পরীক্ষার দায়িত্ব চান্দ্রাইছড়াহিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দরে। আর এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতব্বর হচ্ছে ডলুবাড়ির আতকা হনু তথা প্রাথমিক ও ডেজাল বৈদ্য। আর যেখানকার হর্তকর্তাই ডেজাল সেখানে করোনো টেস্ট করার জন্য কোন বৈদ্য থাকার কথা নয়। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় আমবাসা রেলস্টেশনে এই ডেজাল বৈদ্যই নিজে বসে থেকে এক সাফাই কর্মীকে টেস্টের কাজে লাগিয়েছিল। প্রতিবাদী কলম তার সম্বাদ প্রকাশের পরও তার মতব্বরি বেড়েই গেছে। যার প্রতিগাম তৃতীয় চেউয়ে স্বাস্থ্য কর্মীরাই অদৃশ্য।

যাত্রী আজ

● **তিনের পাতার পর** উদ্ভ্রমণের দশ দিন পর এই টার্মিনাল দিয়ে যাত্রী আসছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই টার্মিনালের কাজ হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে আলোচনা শুরু হয়। পরে রাজ্য সরকার এখানে যারা ছিলেন, তাদের অন্য জায়গায় হস্তান্তি করে দেয়, জায়গা পেয়ে বিমানবন্দর কতৃপক্ষ টার্মিনাল পরিচালনা করে।

ক্ষুধ্র প্রান্তনররা

● **সাতের পাতার পর** অ্যাসোসিয়েশনের কোচ বিজয় জমাত্রিরা বড় বাবখানে পরাজয়ের জন্য দূহতি করণকে দায়ী করেছেন। প্রথমতঃ দলের প্রথম আধুনর ৫ ফুটবলার নেই। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, ফরোয়ার্ডক্লাবের দুই বিদেশি। দুই বিদেশি ফুটবলারের শক্তির সাথে এটি উঠতে পারেনি তার ফুটবলাররা। অকপটেই মেনে নিলেন এটা। বড় দলের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চ্য করে তার অনভিজ্ঞ ফুটবলাররা। এটাই একমাত্র পাওনা বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্ত্রী’র নির্যাতন

অভিযোগ স্বামীর

● **আটের পাতার পর** - কিন্তু কাবিল হোসেনের অভিযোগ সাম্প্রতিক সময়ে তার স্ত্রীর চলাফেরা যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। স্বামী যদি তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে তিনি উত্তর দেন না। বরং স্বামীর উপর মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে টাকা পরসা নিয়ে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছে বলেও কাবিল হোসেনের অভিযোগ। তার কথা অনুযায়ী এখন তাকে নিজ বাড়িতেও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। স্ত্রী নাকি হুমাকি দিয়েছে তার কেনো বাড়ি বিক্রি করে দেবে। তাই স্ত্রীর নির্যাতনের শিকার হয়ে কাবিল হোসেনের সাক্ষ্যমুড়া থানা এবং আদালতেও অভিযোগ দায়ের করেছেন। নির্যাতনের শিকার স্বামী এখন অপেক্ষায় আছেন পুলিশ ঘটনাটির কৈ তদন্ত করে। তিনি চাইছেন নিজের বাড়ি যেন ফিরে পান। তবে কি কারণে তার স্ত্রী এই ধরনের আচরণ করছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তার স্বামীর সন্দেহ হয়তো অন্য কারোর পরামর্শে তার স্ত্রী এই ধরনের আচরণ করে চলেছেন।

সর্বস্বান্ত পরিবার

● **আটের পাতার পর** - পুনরায় সবকিছু কেনো অসম্ভব। প্রশাসনিকভাবে তারা কতটা সাহায্য পান সেদিকেরও তালিকাঅজ্ঞেসইহা।

নিরাপদহীন প্রশ্নপত্র !

যোগসাজশে এই ধরনের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা আগে ফাঁস করে দিতেই পারেন। আবার কয়েকদিন আগে রাখা ট্রাঙ্ক ভর্তি প্রশ্নগুলো কোনও পুলিশকর্মী অতি লোভের কারণে সেখান থেকে বের করে কোনও জেরক্স দোকানে পৌঁছে দিলে ভালো একটি কমিশনও পেতে পারেন। বিভিন্ন সময় এই ধরনের পরীক্ষার আগে রাজ্যের কোথাও না কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কারোর কারোর দাবি, শিক্ষামন্ত্রীকে খোর বিপদে ফেলতে এই ধরনের গভীর ষড়যন্ত্র চলাছে।

বাজেট পেশ

● **চারের পাতার পর** ২০ টি বড় মাপের বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। যাদের হাতে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ পরিচালিত হয়। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই, বিজেপি সরকার একের পর এক আর্থিক সংস্কার করে চলেছে। যার প্রভাবে ভারত বৈশ্বিক “ইন্ড অব ডুইং বিজনেস” ব্যান্ডিয়ে সহজেই অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। মোদি সরকার এখন ভারতকে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং হাব অর্থাৎ উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে গড়ে তোলার উপর জোর দিচ্ছে। অটোমোবাইল থেকে সেমিকন্ডাক্টর বা সৌরশক্তি সেক্টরের জন্য উৎপাদন-মুখী প্রগোদনা প্রকল্প ঘোষণা করেছে। আশ করা হচ্ছে এই সকল প্রগোদনা, বৈশ্বিক উৎপাদন শিল্প সংস্থাগুলিকে আকৃষ্ট করবে। আসন্ন বাজেটে কোভিড-১৯ মহামারি প্রভাবে কাটিয়ে আর্থিক বৃদ্ধি ব্রাহ্মহিত করার দিকে মনোনিবেশ করছে সরকার। এই কারণেই সরকারি-বেসরকারি সর্বস্তরের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। বেশ কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা বা সিইওদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরমধ্যে ছিল ব্যাঙ্কিং, পরিকাঠামো, অটোমোবাইল, টেলিকম, যোগ্যপণ্য, টেক্সটাইল, পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি, আতিথেয়তা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, মহাকাশ, ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রের শিল্প-নেতারা।

করা হয় না

● **প্রথম পাতার পর** উড়িয়ে দিয়ে মান্ধছাড়া, শারীরিক দুরত্ব বজায় না রেখেছিলেন। তার উপস্থিতিতে প্রচুর মানুষের সমাগম করানো হয়। মানুষকে মাটিতে বসিয়ে মাটিতেই পাতা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। মানুষই যেন নয়, মাটিতে পাতা রেখে খেতে হয়েছে যারা বসেছেন রয়েছে। ধনী লোকের গরিব ভোজন করিয়ে পুণ্য আদায়। বিধাক্ত, যে মানুষের প্রতিনিধি, অহিন প্রণেতা, তিনি যেমন কোভিড বিধি মানেননি, তারই যদিও এই দায়িত্ব বেশি পালন করার কথা, কোনও লোক শিক্ষাগম নিয়েও কিছু বলেননি, অবহেলায় খাওয়ানো নিয়েও না।

সোজা সার্প্টা

জীবন মূল্যহীন

কে দায়ী, কার দোষ এসব নিয়ে না হয় আলোচনা করলাম না। কিন্তু এটা তো ঘটনা যে, শুক্রবার এরাভ্যে একদিনে করোনো আক্রান্ত হলেন ১০০৭ জন। এরাভ্যের মানুষ নিশ্চয় ভুলে যাননি যেদিন প্রথম একজন মহিলা করোনো আক্রান্ত হলেন সেদিনের ঘটনা। প্রশ্ন হচ্ছে, একদিনে যখন রাজ্যে ১০০৭ জন করোনো আক্রান্ত হলেন তখন আমরা কতটা চিন্তিত। রাজ্যের অভিভাবক হিসাবে রাজ্য সরকার বা রাজ্য প্রশাসন কতটা চিন্তিত? বিশ্বাস করুন, বৃহস্পতিবারে ও শুক্রবারের তীর্থমুখে মেলার ছবিগুলি দেখে একবারও মনে হয়নি এরাভ্যে আদতেই কোন প্রশাসন আছে কি না আর থাকলে কোথায় ছিল প্রশাসন? একদিনে যখন ১০০৭ জন করোনো আক্রান্ত তখন শুধুমাত্র তীর্থমুখ মেলার ছবিগুলিই প্রমাণ করে প্রশাসন ও আমরা কতটা ব্যর্থ বা অসতর্ক। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দোষ দিচ্ছি না। তবে রাজ্যের যিনি অভিভাবক তার কিন্তু তীর্থমুখ মেলায় এবার না গেলেও চলতো। তিনি গেলেন। সঙ্গে গেলো কয়েকশো অনুগামী, আমলা, অফিসার। আসলে এদেশে মানুষের জীবনের চেয়ে ধর্ম যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একদিনে ১০০৭ হওয়ার পরও শুক্রবার বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম এই মেলা-ও মেলা হচ্ছে। আর এই ধর্মকে পূঁজি করে ফায়দা তুলছেন একাংশের মানুষ। প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মকে বিক্রি করে যারা লাভবান হচ্ছে তারা তো মানুষকে বিপদে ঠেলে দিচ্ছেন। ধর্ম কিন্তু মানুষকে বাঁচতে শেখায়। কিন্তু এদেশে, এরাভ্যে ধর্মই যেন মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। প্রশাসন আজ ধর্ম আর ধর্মের নামে এক শ্রেণির ভদ্দ মানুষের অপকর্মে মাতানত করে রাজ্যের মানুষকে কিন্তু মৃত্যুপথে ঠেলে দিচ্ছে।

বিজেপি দাদাদের কাজিয়া

● **প্রথম পাতার পর** মাঝারি নেতার ১৫ লাখ টাকা নিয়ে ফোন-বগড়া থেকে উঠে এসেছে। মুদুল, তার অনুসারীদের নিয়ে একটি জায়গা দখল করেছিলেন। ‘মানুষের চোখে খারাপ’ হয়েও জায়গাটি বাগে আনেন। তার বড় নেতা অবিনাশ দাস (শঙ্কর) জায়গা দখলে নেওয়ার পর মুদুলদের বলেন যে সেই জায়গা নিয়ে তারা যেন কিছু না বলে, কারণ সেটি গুপ্ত মহলের নজরে আছে, তোলা আদায় হলে সেই টাকার ভাগ মুদুরাও পাবেন। পনের লাখ টাকা জায়গা থেকে তোলা আদায় হলেও, মুদুলদের জানানোই হয়নি, মাঝারি আর গুপ্ত মহলে বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। মুদুল চক্রবর্তী যখন সেই কথা জানতে পারেন, তখন বন্ধুর বড় ভাই অবিনাশকে ফোনে ধরেন, এবং তাদের সাথে বেইমানি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। অবিনাশ বলেছেন, সেই টাকা থেকে কোনও টাকা তারা রাখতে পারেননি, ফলে মুদুলদের দেওয়া হয়নি। মুদুল বলেছেন, ‘সেই টাকা থেকে তেমনরা কোনও টাকা রাখনি, যদি আমাকে শিশু মনে কর, কিছু বুঝি না, তবে আর কিছু বলব না।’ প্রসঙ্গক্রমে বিধায়কের নামও এসেছে। মুদুলের কথা অনুযায়ী সেই টাকার লেন-দেন হয়েছে অবিনাশ দাসের ঘরেই। শুধু একটি জায়গা নয়, ফোন-বগড়ায় তিন-চারটি জায়গার কথা হয়েছে দুইজনে। তার মধ্যে একটি জায়গা মুদুলের বাড়ির পাশেই। তাতে নাকি দেয়াল তুলে রেখেছেন অবিনাশরা। আরও অন্য জায়গা নিয়েও বগড়া হয়েছে। এক পক্ষের কথা, মানুষের চোখে খারাপ হয়ে জায়গা দখল করেও,দাদার কথা শুনে, তাদের কাছেই ছেড়ে দিয়েছেন টাঁচা আদায়ের জন্য,কিন্তু তারা তোলার টাকা পাননি। অন্যপক্ষের বক্তব্য, টাকা তারা রাখতে পারেননি, তারাও টাকা পাননি। এইসব জায়গা আনন্দনগর, ডুকলি, বাইপাস এলাকা মিলিয়ে। প্রতিবাদী কলম অডিও যাচাই করে দেখেনি। পুলিশের সুত্র বলছে, বেকাররা রোজগারের পথ না পেয়ে এইসব মাফিয়াবাজিতে নেমেছেন। আবার তেলাবাজি নিয়ে জলখোলা হচ্ছে প্রচুর। টাকার বখড়া নিয়ে সংঘর্ষ হতে পারে, তার সবই জানেন, কিন্তু তাদের কিছু করার নেই, সবারই কিছু না কিছু রাজনৈতিক খুঁটি আছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, এইসব বাড়ছে, কারণ পরে কী হবে,তার কোনও গ্যারান্টি নেই,তার আগেই সবাই বড় দাঁও মেরে গুঁড়িয়ে নিতে চাইছেন, সময়ে যেন গা-ঢাকা দিয়ে অন্যত্র সটকে পড়া যায়।

মৃত, চাকরিহীনদের খাতা দেখতে হবে!

● **প্রথম পাতার পর** ৮৮বর্ষী ও কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্তী, পাঁচশি ও তিরনকই নম্বরে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠের খোকন সাহা এবং পূর্ণিমা বেব। তারা সবাই অবসরে চলে গেছেন। বীরচন্দ্র মনু শহিদ স্মৃতি বিদ্যামন্দির”র তালিকায় কৃষ্ণ দেবনাথ ও বৃহন্দম মুড়াসিং আছেন, তাদের দুই জনেরই চাকরি চলে গেছে। চাকরি চলে যাওয়ারদের মধ্যে আছেন উত্তর ভারতবর্ষ নগর স্কুলের গুরুর দেবনাথ,তিনিও আছেন খাতা দেখার তালিকায়। সেই স্কুলেরই ছিলেন অমল ভৌমিক। তিনি আর এখন বেঁচে নেই, তবে তার নামও আছে খাতা দেখার তালিকায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম টার্ম পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য জেলা অনুযায়ী ‘আপয়েন্টেড টিচার্স’-র তালিকাইই তাদের নাম আছে। সেই তালিকার পাতায় পাতায় সই করেছেন সেক্রেটারি এডুকেশন ডিরেক্টর চাঁদনী চন্দ্রন। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে পুরানো তালিকা সেই কাল থেকেই আছে, কে আছেন চাকরিতে, কে নেই, সেসব আর দেখা হয়নি। অবসরে যাওয়া শিক্ষককে দিয়ে যদি খাতা দেখাতে হয়, তবে তার জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করার প্রয়োজন,তার জন্য বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এইভাবে গড়ে নির্দেশ জারি করলেই হয় না। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী যাদের “অযোগ্য” বলেছিলেন এক সময়, সেই চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকও তালিকায় আছেন। একে তাদের পেটে টান, বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে আইন সংশোধন করে তাদের চাকরি বজায় রাখার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তো করেইনি, এখন তাদের খাতা দেখার জন্য বলছে। নিচুর রসিকতা যেন! মৃত শিক্ষককেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে! মডেল রাজ্যেই বুঝি এসব সম্ভব!

কারণ খুঁজছেন সচেতন মহল

● **প্রথম পাতার পর** ৯১৬ জন, পজিটিভিটি রেট ৯.১০। ১৪ তারিখ অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন রাজ্যে করোনো আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ১০০৭ জন, পজিটিভিটি রেট প্রায় ১১ শতাংশ। এই পরিস্থিতির জন্যে কে দায়ী? কেউ বলছেন, রাজনৈতিক সভ্য-সমিতি একটি কারণ হতে পারে। অনেকে বলছেন, সরকারিভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্ত্রী বাহাদুরেরা করোনার বিবিনিবেধ জানানোর পরেও রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন উৎসব, মেলা সহ সংশ্লিষ্ট নানা আয়োজন জারি আছে। আবার অনেক আয়োজন প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে বন্ধও হয়েছে। তাহলে এমনভাবে বাড়ছে কেন? ইতিমধ্যেই সরস মেলা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। বন্ধ করা হয়েছে সরকারি হাড্ডনম মেলা, খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়াতে চাকমাঘাটের পৌষ মেলা। শররের অভয়নগর এলাকার একটি মেলাও বন্ধ হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে রাজ্য পুলিশ সপ্তাহের এগজিবিশন, টিসেন্ড্রেস পার্কের এক্সপো সহ সিপাহিজেলা জেলার সোনামুড়ার বটভলী মেলাও। এদিকে, শান্তির বাজারের একটি ক্লাবের উদ্যোগে গত তিনদিনব্যাপী পিঠেপুটি উৎসবে হাজার হাজার লোক সমাগম হয়েছে। আনন্দনগরের দরগা মেলাকে কেন্দ্র করে হাজারো মানুষের ডিউ ইতিমধ্যেই পরখ করেছেন রাজবাসী। সম্প্রতি তীর্থমুখের মেলায় কত হাজার মানুষের ভিড় হয়েছে, তা সকলেরই জানা। রাজ্যজুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন — দৈনিক এক হাজার আক্রান্ত হওয়ার মতো কি ঘটনা ঘটলো রাজ্যে?

রেল দুর্ঘটনায় চালকের বিরুদ্ধে মামলা, অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার বিকালে জলপাইগুড়ি থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ির কাছে বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। ময়নাগুড়ি-দোমহনির মাঝে লাইনচ্যুত হয় বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনার কারণ এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে সিগনাল বা পয়েন্টের সমস্যা নয়, লাইনের ক্রটি থেকেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর ধারণা রেল আধিকারিকদের। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। রেলমন্ত্রী বলেন, বিষয়টির তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে উদ্ধারকাহেই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। রাতভর চলেছে উদ্ধারকার্য। রাতেই হাওড়া পৌঁছেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বেলাইন বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের

১২টি বগি। এখনও ট্রেনের ২টি কামরায় যাত্রীদের আটকে থাকার আশঙ্কা। রেলমন্ত্রী এদিন হাওড়ায় বলেন, খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কারণ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে, রেল তার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে। উদ্ধারকার্য দ্রুত করা হচ্ছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা উত্তর-পাশের। আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার। এনিউআরএফ এর টিম কাজ শুরু করেছে। সবাই মিলে এই সময় কাজ করা উচিত। ময়নাগুড়িতে রেল দুর্ঘটনায় চালক এবং কো-পাইলটের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের। জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের। এক পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উত্তম বায় নামে এক যাত্রী অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি ও পরিবারের আরও তিনজন

রাজস্থান থেকে ফিরছিলেন। যাঁদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন বাকি দু’জন গুরুত্বর আহত। লোকো পাইলট এবং কো- পাইলটের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন, প্রবল গতিতে ট্রেন চালানোর অভিযোগ করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০৪, ২৭৯, ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে রেলমন্ত্রী বলেছেন, “ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ আচমকা ক্রটি ঘটে। বিস্তারিত জানতে তদন্ত চলছে। ট্রাকের কোনও গুণগোল ছিল না। খুবই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উদ্ধার কাজ শেষ হয়েছে। এই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হবে। এ ধরনের ঘটনার পুনরাব্তি এড়াতেই প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার কথা, কোনও লোক শিক্ষাগম নিয়েও কিছু বলেননি, অবহেলায় খাওয়ানো নিয়েও না।

পুলিশের মোবাইল বায়ো টয়লেট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ জানুয়ারি ।। মোবাইল বায়ো শৌচাগার চালু করলো রাজা পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ সদর



দফতরে মোবাইল বায়ো শৌচাগার গাড়ির উদ্‌বোধন করেন পুলিশ মহানির্দেশক ডিএস যাদব। তিনি

জানান, এই গাড়িটি প্রয়োজন অনুযায়ী শহর এবং অন্যান্য জায়গায় রাখা হবে। প্রত্যেক পুলিশ কর্মী এই মোবাইল বায়ো শৌচাগারের সুবিধা

রাতে নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের ডিউটি করতে হয়। যে কারণে প্রাকৃতিক কাজ সারতে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই

থেকে জানানো হয়েছে এই গাড়িটি পরিবহণ দফতরের রোড সফটি ফান্ড থেকে কেনা হয়েছে। গাড়ির ভেতরে পুলিশ এবং মহিলাদের ব্যবহারের জন্য আলাদা শৌচাগার রয়েছে। গাড়ির উ পূর একটি জলের ট্যাঙ্কও আছে। এছাড়া গাড়ির ভেতরেই বেসিন, ফ্যান-সহ অনান্য সামগ্রীও রয়েছে। বিদ্যুৎ এবং ফ্যান চলবে সৌর আলো থেকে। রাজা পুলিশে এই ধরনের গাড়ি এমনকী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও এই ধরনের গাড়ি এখন পর্যন্ত রাস্তায় নামানো হয়নি। আগরতলায় বিভিন্ন জায়গায় শৌচাগার তৈরি করতে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল। এই শৌচাগারগুলির অবস্থা এখন বেশি ভালো নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোবাইল বায়ো শৌচাগারের গাড়ি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ আধিকারিকরা।

পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব

জিবিপি হাসপাতালের ফ্রন্টলাইন কর্মীদের ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনা রোগীদের চিকিৎসার প্রধান পরিকাঠামো তথা জিবিপি হাসপাতাল থেকে কয়েক হাত দূরে জিবি বাজারে পাঁচ দিনব্যাপী কীর্তন’র আয়োজন করা হয়েছে। শুধু রাজ্য নয়, বহিরাঙ্গ থেকেও কীর্তিনিয়া দল এতে অংশ নেবেন। শুক্রবার রাতের জিবি এলাকায় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দফায় দফায় চাঁদা সংগ্রহ করেছে উৎসব কমিটির সদস্যরা। জিবিপি হাসপাতালে ডা. কনক চৌধুরীদের মতো করোনা-এক্সপার্ট ডাক্তাররা থাকার পরেও কিভাবে পাঁচ দিনব্যাপী একটি উৎসব আয়োজিত হয়, সেটাই রাজ্যের বিষয়। ইতিমধ্যেই জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন ডাক্তার এবং নার্সদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে যে, এই হাসপাতালে করোনা ঠেকানোর এত প্রস্তুতি আর তার সামনেই পাঁচদিনের এমন উৎসব? গৌরাদ মহাপ্রভুর আশীর্বাদ থাকলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। হয়তো এই ভাবনা থেকেই জিবিপি হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই শনিবার থেকে আগামী পাঁচদিনের জন্যে শুরু হচ্ছে ‘শ্রী শ্রী গৌরাদমহাপ্রভুর নাম সংকীর্তন’। জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এই ধুমধাম আয়োজন। পাঁচ দিনব্যাপী হরিনাম যজ্ঞের সময়সূচি, মহাপ্রসাদ বিতরণের দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত জানিয়ে ইতিমধ্যেই লিফলেট ছাপানো হয়েছে প্রচুর। শুধু তাই নয়, লিফলেটের মধ্যে যে ৬ জনের

বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করে কীর্তনটি হবে তাদের নামও দেওয়া হয়েছে। এই কীর্তন কমিটির সভাপতি সুব্র্য কুমার দেব, সম্পাদক হিসেবে বিমল চন্দ্র সাহা, সুরত শ্রেয় এবং শান্তনু ভৌমিকরা রয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছেন বাবুল ধর। তাছাড়াও ১০ জন সহ সভাপতি এবং দু’জন সহ সম্পাদক। এই কীর্তনে রানিরবাজার, ধর্মনগর, খোয়াই, উদয়পুর, কল্যাণপুর সহ শিলচর ও করিমগঞ্জ থেকে কীর্তিনিয়া দলওগুলো এসে অংশ নেবেন। মেলার উপ পদেষ্টা কমিটিতে ২৮ জনের নাম, মন্দির পরিচালনায় ১২ জন এবং অন্নভোগ পরিচালনায় ২৩ জনের নাম রয়েছে। এই উৎসবে স্বপন রায়, দেবাশিস ঘোষ, চিত্তদত্ত এবং বাবুল ধর সহ বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ব্যাপক চাঁদা সংগ্রহে নেমেছেন বলে এলাকায় অভিযোগ। কথা হচ্ছে, রাজ্যে যোগরাদ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে কীর্তনের এমন বাহারি আয়োজন কিভাবে চলতে পারে? সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা থাকবে। কিন্তু সেখানে যিনি বা যারা প্রবেশ করবেন, তাদের সকলকে করোনা বিধি মেনেই আসতে হবে। গত দু’দিনদিন ধরে যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হাজার এবং লاک্খ মানুষের জমায়েতে বিভিন্ন উৎসব বা মেলা হয়েই চলেছে, তাতে আর যাই হোক একটি সু-প্রশাসন আছে বলে সাধারণ

নাগরিকেরা কেউ মনে করছেন না। জিবিপি হাসপাতাল রাজ্যে করোনা রোগীদের জন্য অন্যতম প্রধান আঁতুড়ঘর। প্রতিদিন এই হাসপাতালে শ’য়ে শ’য়ে মানুষ এসে করোনা পরীক্ষা করানোর পর ‘পজিটিভ’ শনাক্ত হচ্ছেন। প্রত্যেকদিন এই হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা শনাক্ত হচ্ছেন। এর থেকেও বড় বিষয় হলো, এই হাসপাতালে প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ‘সিরিয়াস’ রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য আসছেন। যারা আসছেন তাদের মধ্যে অর্ধেকেরই করোনা আক্রান্ত। জিবিপি হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে এরকম একটি পাঁচ দিনব্যাপী কীর্তনের আয়োজন আদতে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পনাকেই প্রশংসিত্বের মুখে তুলে দেয়। সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো, ইতিমধ্যেই জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির তরফে লিফলেট এবং প্রচারের মাধ্যমে স্পষ্টত বলা হয়েছে — ‘সমস্ত ভক্তবৃন্দগণকে উপস্থিত থাকিয়া এই ধর্মাস্তানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আবেদন জানানো যাইতেছে।’ স্বভাবতই প্রশ্ন জাগছে, পাঁচ দিনব্যাপী জিবি হাসপাতালের সামনেই যদি কীর্তনকে কেন্দ্র করে ‘সমস্ত ভক্তবৃন্দ’ উপস্থিত হন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণও চলে, তাহলে লাক্খ মানুষের জমায়েতে বিভিন্ন উৎসব বা মেলা হয়েই চলেছে, তাতে আর যাই হোক একটি সু-প্রশাসন আছে বলে সাধারণ

রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে শুক্রবার রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সকালে রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃতার গয়না চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ১৪ জানুয়ারি ।। নিখোঁজ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, অটো দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এই মহিলা। মৃত্যুর পর ওই মহিলার শরীর থেকে সোনার গয়না চুরি করে নেওয়া হয়েছে বলে পরিজনদের অভিযোগ। মৃত্যুর নাম গীতা ঋষিদাস। তার বাড়ি পূর্ব প্রতাপগড়ের ঋষি কলোনিতে। তিনি মেলারমাঠ স্টেট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন এসডিএম সমীর ভৌমিকের বাড়িতে কুড়ি বছর ধরে পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ কাজ সেরে বেরিয়েছিলেন। এরপর থেকে তার আর খবর নেই। পশ্চিম মহিলা থানায় নিখোঁজের ডায়েরীও করেছিলেন গীতার ছেলেরা। কিন্তু পুলিশ কোনও ধরনের সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত জিবিপি হাসপাতালে খোঁজ করতে গিয়ে শুক্রবার বৃদ্ধা মায়ের মৃতদেহ পেয়েছেন গীতার ছেলেরা। কিন্তু গীতার গলায় থাকা সোনার হার, একটি হাতের সোনার বালা এবং কানের দুল সঙ্গে ছিলো না। এগুলি কে বা কারা চুরি করেছে বলে মৃত্যুর ছেলের অভিযোগ। এই ঘটনায় তারা পুলিশি তদন্তের দাবি তুলেছেন। এদিকে, মতো ছেলে জানতে পেরেছেন, টিয়ার ০১ এফ ৪২২৯ নম্বরের অটো মেলারমাঠ স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে গীতা ঋষিদাসকে ধাক্কা মেরেছিলো। অটো চালকের বাড়ি ভাগলপুর। তিনি হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আর খবর নেননি। এই অটো চালকের বিরুদ্ধেও মামলা করা হবে বলে মৃত্যুর ছেলে জানান।

স্বাস্থ্যকর্মীরা অনুপস্থিত বিনা টেস্টে বাড়ি গেলে তেজসের যাত্রীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা ১৪ জানুয়ারি।। কোন ভ্রমণ ইতিহাস না থাকা সাধারণ ব্যবসায়ী কিংবা নরীহ পথচারীদের কোভিড টেস্ট করানোর ক্ষেত্রে আমবাসা মহকুমা প্রশাসন ও ধলাই জেলা স্বাস্থ্য দফতর যতটা অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি নিষ্ক্রিয়তা দেখাচ্ছে বহিরাঙ্গীরা থেকে আসা রেল যাত্রীদের ক্ষেত্রে। ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পজিটিভিটি র‍েট সম্পন্ন (যার বড় অংশ কোভিডের নয়) ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন সংক্রমিত। রাজ্য থেকে আসা রেল যাত্রীদের কোভিড টেস্টের ক্ষেত্রে ধলাই জেলা স্বাস্থ্য দফতর এবং আমবাসা মহকুমা প্রশাসন কতটা উদাসীন তার জীবন্ত দলিল পাওয়া গেলো শুক্রবার সন্ধ্যায় আমবাসা রেলস্টেশনে। যেখানে তেজস এক্সপ্রেস দ্বারা দিল্লি সহ ওমিক্রন সংক্রমিত বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা যাত্রীরা কোন প্রকার টেস্ট ছাড়াই চলে গেলো নিজ নিজ ঠিকানায়। অথচ রাজ্য সরকার রেল ও বিমান যোগে বহিরাঙ্গীরা থেকে আসা প্রত্যেক যাত্রীর কোভিড টেস্ট নিশ্চিত করার নির্দেশিকা জারি করেছে অনেক আগেই। সেই নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন স্টেশন এবং বিমানবন্দরে আগত যাত্রীদের টেস্ট করার ব্যবস্থাও করেছে স্বাস্থ্য দফতর যার সহযোগিতা করছে সাধারণ প্রশাসন। আমবাসা রেলস্টেশনেও সরকারি নির্দেশিকা পালনের জন্য সাজসজ্জার কোনও জুটি ছিল না। চেয়ার টেবিল, পিপিই কিট, সবই সাজিয়ে রাখা আছে স্টেশনের একটি অংশ জুড়ে। কিন্তু নেই কেবল যারা টেস্ট করবে সেই স্বাস্থ্যকর্মীরা। আর তাই শুক্রবার সন্ধ্যায় তেজস এক্সপ্রেস থেকে আমবাসা স্টেশনে নামা যাত্রীদের কোভিড টেস্টের জন্য রেল পুলিশের কর্মীরা দীর্ঘ সময় আটক করে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

আক্রান্ত বিশিষ্ট চিকিৎসক-সহ ১০০৭

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। করোনা আক্রান্ত হলেন রাজ্যের বন্ধুবান্ধব বিশেষজ্ঞ ডা. কুমারজিৎ সিন্হা। তিনি করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন। শুক্রবার করোনা আক্রান্তের ২৪ ঘণ্টা রেকর্ডের দিনে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন এই বিশেষজ্ঞও। কুমারজিৎ সিন্হা আপাতত বাড়িতেই নিভৃতবাসে আছেন। কিন্তু তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করছেন। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডাক্তার কুমারজিতের ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন অন্য স্বাস্থ্য কর্মীরাও। বহু আক্রান্তকে তিনি প্রাণে বাঁচিয়েছেন। এদিন আগের সব রেকর্ড ভেঙে ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ালো ১০.৫৮ শতাংশে। মোট ৯ হাজার ৫১৪ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে এদিন। তাদের মধ্যে থেকেই পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত আবারও পশ্চিম জেলায় ৫৭৬জন। পূর্বনিগম এলাকায় ছড়িয়ে গেছে আক্রান্ত। এর মধ্যেই শুক্রবার পৌষ পার্বণ উপলক্ষে শহরতলির বাড়ি বাড়ি কীর্তন হয়েছে। মেলার আয়োজন চলছে রাজ্যের বহু জায়গায়। আক্রান্তের পজিটিভ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ প্রশাসনের উদাসীনতা বলে অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব এলাকায় গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হলেও এখন

পর্যন্ত প্রশাসনের কোনও ভূমিকা দেখতে পারছে না রাজ্যের নাগরিকরা। করোনা আক্রান্ত নিয়ে মোট আক্রান্তের তালিকায় এখন ৪ নম্বরে। ত্রিপুরার আগে রয়েছে অসম, মিজোরাম এবং মণিপুর। এই তিন রাজ্যেই আক্রান্ত লক্ষ আগেই ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে ৮৯ হাজার ২২১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিকে, মকর সংক্রান্তির দিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের রেকর্ড সংখ্যা শনাক্ত হলেও প্রশাসনের দেখা মিলেনি রাস্তায়। কীর্তনের নামে শাসকদলের দিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের প্রতিদিন গড়ে ১০ হাজারও সোয়াব পরীক্ষা হচ্ছে না। করোনা নিয়ে প্রশাসন উদাসীন বলেই অভিযোগ। এই মাসের ১০দিন আগেই বিবেকানন্দ ময়দানে প্রশাসনের উদ্যোগে ভিড় জমাতো করানো হয়েছিল। এরপর থেকে গোটা রাজ্যেই লাফিয়ে বাড়ছে পজিটিভের সংখ্যা। কিন্তু কোথাও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেই সরকারি তরফ থেকে।



সবার মুখে মাস্ক থাকলেও, রতনবাবুর মুখে নেই। তিনি আইনমন্ত্রী।

ধান কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জানুয়ারি ।। ধান ভ্রম্য নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। সরকার থেকে ক্ষতিপূর চেলে দিয়ে ধান বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। নিজের ভাই এবং বৌদির নামেও ধান বিক্রি করছেন। অভিযুক্ত ব্যবসায়ী দত্তবাবু নামেই বাইখোড়া বাজারে পরিচিত। রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরকারিভাবে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কথা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলো। এই উদ্দেশ্যে গোটা রাজ্য থেকেই কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হল। কিন্তু সরকারের এই চেষ্টার মধ্যে মুন্নাফা লুটে নিচ্ছে বাইখোড়া বাজারের ব্যবসায়ী দত্তবাবু। তার কারণে বহু কৃষক সরকারের ভান্ডারে ধান জমা করছে প্যারেননি। জানা গেছে, দত্তবাবু ২১ হাজার ১৪৮ কিলোগ্রাম ধান ধান বিক্রিতে এগিয়ে যেতে পারেননি। কৃষি দফতরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সুজিতবাবু এবং দীপকেরা সঙ্গে দত্তবাবু চুক্তি করে ধান বিক্রি করেন। যা কারণে কুয়ারঘাট এলাকার বহু কৃষক সরকারি গুদাম পর্যন্ত ধান নিয়ে পৌঁছতে পারেননি। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ কৃষকরা। কৃষকরা যাতে সহায়ক মূল্যে ধান সরকারের কাছে বিক্রি করতে না পারেন এর চেষ্টাই করেছেন দত্তবাবু। পরবর্তী সময়ে কম মূল্যে ধান কিনে অতিরিক্ত মুনাফা আদায় করাতেন দত্তবাবু। এ নিয়ে সুজিতবাবুর বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি উঠেছে। এককালীন সিপিআই(এম) কর্মী হিসেবেই দফতরে পরিচিত ছিলো। দীপক বাইখোড়া সেন্ট্রল অফিসে ছরি মোরাসেহন বলে অভিযোগ। তাদের দু’জনের কারণে দত্তবাবুর মতো এমন অসাদু ব্যবসায়ীরা সরকারের সুবিধা লুটে নিচ্ছে। কৃষি দফতরের এই দুর্নীতি তদন্ত করলেই বেরিয়ে আসবে। এমনই দাবি তুলেছেন কৃষকরা। আরও অভিযোগ, দত্তবাবু নিজের ভাই বিপুল, বৌদি গীতার নাম দিয়ে ধান বিক্রি করেছেন। দু’জনেকেই কৃষক বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অথচ এই দু’জন কৃষক নন।

ধলাই জেলা শিক্ষা দফতরে করোনার থাবা, বাড়ছে উদ্বেগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৪ জানুয়ারী ।। কোভিড ১৯ বড়সড় ভ্যারিয়েন্ট সেটা নিশ্চিত হয়নি। বর্তমানে চারজনই নিজ বাড়িতে দফতরে। বৃহস্পতিবার একসাথে এই দফতরের চারজন কর্মচারীকে পাওয়া গেলো করোনা পজিটিভ। জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে জেলা শিক্ষা দফতরের সকল কর্মচারী আধিকারিকদের আন্টিজেন টেস্ট করা হয়। আর এতেই চারজনের দেহে ধরা পড়েছে সংক্রমণ। একটি মহল থেকে এই চারজনের দেহে কোভিডের কাচছী আধিকারিকদের সঙ্ক্রমণ পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হলোও তা সত্য নয় বলেই জেলা স্বাস্থ্য দফতরের দাবি। কারণ এদের কোভিড

সংক্রমিত পাওয়া গেলেও তা কেন্ ভ্যারিয়েন্ট সেটা নিশ্চিত হয়নি। বর্তমানে চারজনই নিজ বাড়িতে নিভৃতবাসে থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এদিকে জেলা শিক্ষা দফতরের চারজন পজিটিভ রোগী ধলাই জেলার শিক্ষা মহলে। কারণ যাদের পজিটিভ পাওয়া গেছে তারা প্রায় সকলেই টিচার ট্রেনিং সহ বিভিন্ন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর পদে কর্মরত। ফলে প্রত্যহ জেলার বহু শিক্ষক দফতর সঙ্গমর্শে আসে। আবার এ শিক্ষকদের সম্পর্শে আসে বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীরা যাদের এখনো টিকাकरण হয়নি। ফলে এই

সংক্রমণ কতটা শাখা প্রশাখা ছড়িয়েছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। তাছাড়া জেলা শিক্ষা দফতরের সাথে একই ছাপের তলায় রয়েছে জেলা শাসকের কার্যালয় সহ জেলা স্তরের প্রায় সবকটি দফতর এবং এ সমস্ত দফতরের আধিকাংশেই কোভিডবিধি উপেক্ষিতই বলা যায়। সেই সাথে পজিটিভ হওয়া অর্ধেকেরই নতুন করে চিন্তা বাড়িয়েছে বলা যায়। বিশেষ করে নন ভ্যাকসিনেটেড ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের।

দুই ছাত্রকে নির্যাতন, ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। জনজাতি অংশের দুই ছাত্রের উপর পুলিশের নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে বিরোধী দলগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, তিপ্রা মথা, কংগ্রেস দলের সংগঠনগুলি এই ঘটনায় পুলিশের



বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। তারা ক্ষোভ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের উপরও। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় নাকি সাধারণ নাগরিকদের চলাচলের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তারা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় মহাকর্গ থেকে আগরতলার সরকারি আবাসের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় সার্কিট হাউসে কনভয়ের সামনে পড়ে যায় এঙ্গেল দেববর্মা এবং অভিজিৎ দেববর্মা নামে ইকফাইয়ের দুই ছাত্রের গাড়ি। অভিযোগ, তাদের

গাড়ি থেকে নামিয়ে কিশোর বণিক-সহ তিন ট্রাফিক পুলিশ মারধর করেছে। পরে এনসিসি থানায় নিয়েও মারধর করা হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিরোধী দলগুলি। টিএসএফ'র উদ্যোগে শুক্রবার দুই ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ এনে এনসিসি থানায় একটি অভিযোগ

জন্ম অসুবিধায় পড়তে হয়। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে রাজ্যের সবগুলি থানা এবং পুলিশ ফাঁড়ি বন্ধ করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বসিয়ে দিলেই হয়। ছাত্র পেটালে হয়তো-বা মুখ্যমন্ত্রীকে পুলিশ খুশি করতে পারে। বেশি করে জরিমানা আদায় করলে মুখ্যমন্ত্রী খুশি হন।



কিন্তু পুলিশের কাজ এত নয়। সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে পুলিশ বাধ্য। এই পুলিশই এখন ছাত্রদের পেটাচ্ছে। দ্রুত এই ঘটনার সৃষ্টি তদন্তের দাবি তুলেছেন নবারণ। একই সঙ্গে দোষী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি তুলেছেন। এদিন দুই ছাত্রের উপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তিনি জানান, দুই ছাত্রের উপর পুলিশ অমানুষিক নির্যাতন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের জন্য বিকল্প রাস্তা করলে ভালো ছিল। সাধারণ নাগরিকদের মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের

জনজাতি অংশের যে দুই ছাত্রকে পুলিশ অত্যাচার করেছে তাদের গাড়ি চালানোর লাইসেন্স-সহ অন্যান্য কাগজপত্র বৈধ ছিল। এর পরও তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এমনকী তাদের কারণে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকেও যায়নি। বিনা বাধায় মুখ্যমন্ত্রী গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ছিলেন। এর পরও জনজাতি অংশের দুই ছাত্রকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। দুই ছাত্রের উপর পুলিশের অত্যাচারের ঘটনায় ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের জন্য পুলিশ এই নির্যাতন করেছে। এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে

কৃষকের সবজি নষ্ট করলো দুষ্কৃতিরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। দুই কানি জমির ফসল নষ্ট করে দিলো দুষ্কৃতিরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা রানিরবাজার থানার বৃদ্ধিনগরে। এনে এলাকায় দূশান্ত সিংয়ের সবজি ক্ষেত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় মামলা হয়েছে রানিরবাজার থানায়। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে এলেও দুষ্কৃতিদের আটক করতে পারেনি। জানা গেছে, সুশাস্ত সিংয়ের ২০ কানি জমিতে সবজি চাষ করা হয়েছে। দুই কানি জমিতে তিনি বেগনের চাষা লাগিয়েছিলেন। শুক্রবার সকালে ক্ষেতে জল দিতে গিয়ে দেখেন দুই কানি জমির উপর লাগানো



বেগুন গাছগুলি কেটে দেওয়া হয়েছে। সারিবদ্ধ লাগানো গাছগুলি একের পর এক কেটে জমির উপরই ফেলা হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে কানায় ভেঙে পড়েন কৃষকের পরিবারটি। এলাকার

শাসকদলের নেতাদের ডেকে আনা হয়। খবর দেওয়া হয় রানিরবাজার থানার পুলিশকেও। সুশাস্ত জানিয়েছেন, এলাকার দুষ্কৃতিরা এই কাজ করেছে। পুলিশ তদন্ত করলেই সহজে

দুষ্কৃতিদের পেয়ে যাবে। সুশাস্তের জমির সবজি রানিরবাজারের ছোট-বড় বাজারগুলিতে যায়। তার জমির দুই কানি সবজি নষ্ট করে দেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এলাকার নাগরিকরাও।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের বামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের পথে কোন বাধা থাকবে না। আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ একটি অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।
বৃষ : এই রাশির জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উত্তেগে থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে। দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। সচেতন হলে গৃহ পরিবেশে শান্তি থাকবে।
মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়। হতাশায় না ভোগে মন মানসিকতা দিয়ে অশুভত্বকে জয় করতে হবে। অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত সমস্যা দেখা যাবে।
কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে সময়ট। অনুকূল চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।
সিংহ : দিনটিতে শুভ দিক নির্দেশ করছে। স্বাস্থ্য নিয়েও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিবেশ ক্রমে অনুকূলে দিকে চলে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশে বিদ্রিষ্ট হতে পারে।
কন্যা: শরীর কষ্ট দেবে। দাস্ত্য্যত্ব জীবনে সুখের

খোঁজ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে না।
তুলা : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তে প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে। শত্রুতা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশে অনুকূল থাকবে।
বৃশ্চিক : স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে না। মানসিক উত্তেগ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে নানান বামেলার সম্ভাবনা হতে হবে। তবে সব কিছুই সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুর অশান্তি সৃষ্টি করবে। শত্রু জয়ী আপনিই হবেন। আয় ভাব শুভ। ব্যবসয়েও শুভ।
ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে। দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে। কর্মমধ্যম প্রকার ফল নির্দেশ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্রফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রুতা মাথা তুলতে পারবে না।
মকর : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উত্তেগ দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে কিছুটা বামেলা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ বজায় থাকবে।
কুম্ভ : কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। উর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে। অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর পেশায় সফল্য আসবে।
মীন : শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য লোকের সঙ্গে বামেলা সৃষ্টি হতে পারে। উপার্জন ভালো শুভ। পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থভাগ্য শুভ।
মিথুন: বাবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। স্বীয় অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি।। ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলে প্রতিটি অর্থবর্ষ। ২০২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণা করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবারের বাজেট অধিবেশন। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য সংসদের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সংসদের অধিবেশন ৩১শে জানুয়ারি উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দেদে ভাষণ দিয়ে শুরু হবে। এদিকে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ চলতি বছরের ১লা ফেব্রুয়ারি পূর্ণ-বছরের বাজেট পেশ করবেন। অধিবেশনের প্রথম অংশে ১১ই ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। এরপর একমাসের বিরতির পর অধিবেশনের দ্বিতীয় অংশটি ১৪ই মার্চ থেকে শুরু হবে এবং ৮ই এপ্রিল শেষ হবে। উল্লেখ্য যে, সংসদের সীতকালীন অধিবেশন ২৯শে নভেম্বর শুরু হয়েছিল। ২৩শে ডিসেম্বর তার নির্ধারিত শেষের একদিন আগে, ২২শে ডিসেম্বর বুধবার শেষ হয়েছিল। এর আগে, গত ১৭ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে দুটি অধিবেশনে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রাক-বাজেট পরামর্শ শুরু করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। গত সপ্তাহে ভারতকে আরও অকর্মণীয় বিনিয়োগস্থলে পরিণত করার বিষয়ে পরামর্শ চাইতে শীর্ষস্থানীয় প্রাইভেট ইকুইটি বা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্লেয়ারদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। উপরন্তু, গত বছর তিনি অন্তত

এরপর দুইয়ের পাঁচায়

মাস্ক বিহীন নাম সংকীর্তনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। কারণ, করোনা পরিস্থিতিতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলা উচিত। কিন্তু মকর সংক্রান্তিতে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত হলো শহরতলির

জায়গায় সার্বিক তথ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হ্রস্ব করে বাড়ছে। অনেকে করোনা পরিস্থিতিতে তার মতো করেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন এই মহামারি থেকে সকলকে যেন রক্ষা করা হয়। আবার এই ধরনের নগর কীর্তনে সকলের



বিভিন্ন জায়গায়। শুধু তাই নয়, যে নগর কীর্তন শহরের জয়নগর বা লক্ষ্মামুড়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও কোকো স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়নি। সচেতন মহল বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গত কয়েকদিন ধরে আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন

মন্ডল প্রার্থনা করা হয়। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মকর সংক্রান্তিতে এই আয়োজন চলে। কিন্তু মাস্ক বিহীন এই আয়োজনে অবশ্য লক্ষ্মামুড়া, জয়পুর-সহ শহরের বলাদখাল বা বিশিষ্ট জায়গায় সদর মহকুমা প্রশাসনের কোনও অভিযান ছিল না। যারা রাজস্ব বাড়াতে ২০০

বন্ধ ডালাক বাজার তদন্তের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। গাড়ি চালককে মারধরের ঘটনায় বন্ধ হয়ে গেছে গোটা বাজার। প্রায় ২৩দিন ধরে বাজারে কোনও ব্যবসায়ী আসছেন না। গোটা বাজারই সরে গেছে। এই ধরনের ঘটনা অমরপুরের ডালাক বাজারে। শুক্রবার সিপিআই(এম-এল)’র রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার এক বিবৃতি দিয়ে এই দাবি করেছেন। তিনি জানান, গত ২২ ডিসেম্বর অমরপুরের ঐতিহ্যবাহী ডালাক বাজারে জনজাতি অংশের এক গাড়ি চালকের উপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এরপর থেকেই এই বাজার বসছে না। শাসকদলের স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। আক্রান্তের পরিবার বিচার চেয়ে বার্থ হয়েছে। পুলিশও মামলা নিচ্ছে না। এই অবস্থায় জনজাতি অংশের ক্রোতা-বিক্রেতার বাজারে আসছেন না। তারা পাশের ছালছড়া বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করছেন। অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে ডালাক বাজারে। সব কিছু দেখেও প্রশাসন নীরব হয়ে আছে। এই ঘটনায় যারা গাড়ি চালককে মারধর করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হোক। এর সঙ্গে ডালাক বাজারটি স্বাভাবিক করতে উদ্যোগ নেওয়া হোক।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ান পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হবে ১৮ জানুয়ারি। ১৫টি স্কুলে এই পরীক্ষা উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হচ্ছে বলে পর্ষদের তরফে জানা গেছে। তবে এই ক্ষেত্রে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, কোনো পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সেখানে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলবে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্কুলগুলোতে এই উত্তর পত্র মূল্যায়নের কাজ চলবে। তবে যারা এই উত্তর পত্র মূল্যায়নে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যুক্ত থাকবেন তাদের কোনও টেস্ট করানো আগাম ঘোষণা নেই বলেই খবর। তবে এই ক্ষেত্রে ন্যূনতম যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয় সেগুলো পর্ষদের তরফে করা হবে।

আহত দুই যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৪ জানুয়ারি ।। শুক্রবার আমবাসা পিআরটিআই ভবনের সামনে বাইক দুর্ঘটনায় আহত হন দুই যুবক। স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনা দেখে সাহায্যের জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেন। তারা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে আমবাসা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, আহতদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। আহতরা হলেন বিশ্বজিৎ হালাম এবং পিন্টু হালাম। তাদের বাড়ি আমবাসার বাঘমারা এলাকায়। কিন্তাবে তাদের বাইক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে তা জানা যায়নি। আহত দুই যুবকের বয়স ৩০ বছরের মধ্যেই হবে বলে জানান দমকল কর্মীরা।

বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও। এই নীতিবাক্য প্রচার করে অনেকেই করোনা নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন। আবার রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্নও তোলা হচ্ছে। প্রশ্ন। সব মিলিয়ে শিক্ষাদানে গত বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা-ই তুলে ধরেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ১৫ জানুয়ারি পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন। জানা গেছে ১৫ জানুয়ারি বৈঠক আছে। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে স্কুল কলেজ নিয়ে এই বৈঠকে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। এমনিতেই স্কুলগুলোতে পরীক্ষা চলছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষা চলছে। অভিযোগ, ইকফাইয়ের কারোনাবিধি লঙ্ঘন করে পঠন-পাঠন চলছে। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগুলো যেভাবে চলছে তাতে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। স্কুলসত্তরের পরীক্ষাগুলো

নিয়েও কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। কারণ, পরীক্ষা সূচি যে সময় ঘোষণা হয়েছিল সেই সময় সেই অর্থে করোনা আক্রান্তের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হয়নি। পরবর্তী সময়ে যখন করোনার গ্রাফ উর্ধ্বমুখী তখনই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে অভিভাবকদের তরফে। কোনও কোনও মহল থেকে এ নিয়ে অভিযোগও তোলা হচ্ছে। কারণ স্কুলগুলোতে বৈধ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষকের অভাবের কারণে একটি কক্ষে অতিরিক্ত ছাত্র বসিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। আবার পরস্পর শ্রেণির পড়ুয়াদের এক জায়গায় বসিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি কোনও কোনও মহল থেকে উদ্বেগের কথা বলা হচ্ছে। একই শ্রেণির পড়ুয়াদের দূরদূরান্তে বসালেও পরপর শ্রেণির পড়ুয়ারের কাছাকাছি বসে কোনও কোনও স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু বৈধ এবং শিক্ষকের সংকট রয়েছে। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। শিক্ষা দফতরের তরফে আধিকারিকের একাংশের কারণে আগেই পরীক্ষা র‍াটনি দেওয়া হয়েছে তা বলল না করার কারণেই

সমস্যা তৈরি হয়েছে। আবার পরীক্ষা সূচি বদল করে খুব কম সংখ্যক পড়ুয়াদের নিয়ে অফলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়ে আদৌ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা সেটা সময়ই বলবে। সব মিলিয়ে আগরতলা এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় পরীক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে শিক্ষা দফতরের একাংশই দায়ী বলে কেউ কেউ মনে করছেন। আবার কোনও কোনও স্কুলে আক্রান্তের ঘটনায়ও উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা চললেও পঠন-পাঠন বন্ধ। আবার হোস্টেল বন্ধ হলেও যারা আবাসিক তারা হোস্টেলেই থাকছে। সব মিলিয়ে একটি বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে যেন ‘অব্যবস্থা’ সামনে আসছে। আর তাতেই শিক্ষা দফতরের এই সময়ের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বলা যায়, যারা সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন তারাই মন্ত্রীকে কোনও না কোনওভাবে বিভ্রান্ত করছেন। বিভ্রান্তের শিকার হয়েছে মন্ত্রী বলে কারোর কারোর দাবি। আবার কেউ কেউ দাবি করেন মন্ত্রী তো আর অবুধ নন।

পার পর দুই দুর্ঘটনায় আহত দুই

কাজে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু টেস্ট বাধ্যতামূলক হচ্ছে কি হচ্ছে না তা সময়েই জানা যাবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টার্ম ওয়ান পরীক্ষা গ্রহণ করে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। আগামী এপ্রিল মাসে টার্ম টু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য হিসাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরিস্থিতির উপরই পুরোটা নির্ভর করছে। তবে টার্ম ওয়ান পরীক্ষার পর কোনও মার্কশিট দেওয়া হবে না। মোটামুটি দেওয়া হবে। এটাও একটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হবে। পর্ষদের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল টার্ম টু পরীক্ষার পরই মার্কশিট দেওয়া হবে। এখন তাহলে টার্ম ওয়ান পরীক্ষার উপরই পর্ষদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল মূল্যায়ন হবে। কারণ, বিগত বছরে পর্ষদের তরফে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আর তাতে

করে প্রায় ১০০ শতাংশ পরীক্ষার্থীদের পাশ করিয়ে দিয়েছিল পর্ষদ। তাতে করে পর্ষদের ফলাফল নিয়ে ‘করোনা পাশ’ হিসাবেও কেউ কেউ কটাক্ষের সূত্র বলাতে শুরু করেছেন। কারণ, প্রায় ১০০ শতাংশ পাশ করার বিষয়টি রীতিমতো পর্ষদের পদ্ধতিগত দিকেও আঙুল উঠছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টার্ম ওয়ান পরীক্ষার পর যদি টার্ম টু পরীক্ষা গ্রহণ না করতে পারে তাহলে টার্ম ওয়ান পরীক্ষার ফলাফলের উপরই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল সংক্রান্ত মার্কশিট প্রদান করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের টার্ম ওয়ান পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকদের নিয়োগ-সহ যাবতীয় কাজ সেবে নেওয়া হয়েছে। শনিবারই বোধহয় পর্ষদের তরফে বিস্তৃত জানানো হবে।

পার পর দুই দুর্ঘটনায় আহত দুই



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ জানুয়ারি ।। একের পর এক যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই জন। পর পর দুটি দুর্ঘটনা খোয়াই মহকুমা। এদিন রামচন্দ্রঘাট পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়

বাইক এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বিকাল ৩টা নাগাদ এই দুর্ঘটনায় আহত হন জ্যোতির্ময় দাস। তার বাড়ি জামুড়া এলাকায়। আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন দমকল

বাহিনী। জানা গেছে, জ্যোতির্ময় বাইক নিয়ে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে আসছিলেন। রামচন্দ্রঘাট এলাকায় তার বাইকের সাথে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। আহত যুবককে উদ্ধার করে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে দুর্ঘটনার পর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, খোয়াই থানাধীন চেবরি বাজার এলাকায় সাড়ে ৩টা নাগাদ দুর্ঘটনায় আহত হন এক মহিলা। গৌরাস্টিলা থেকে চন্দ্রমোহন দেববর্মা এবং রীনা দেববর্মা স্কুটিতে চেপে তুলাশিখরস্থিত বাড়ি ফিরছিলেন। চেবরি বাজারে এক ব্যক্তি বাইসাইকেল নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় চন্দ্রমোহন দেববর্মা স্কুটির ব্রেক কষে দেন। হঠাৎ ব্রেক কষায় স্কুটি থেকে ছিটকে পড়েন তার স্ত্রী রীনা দেববর্মা (৪৫)। আহত মহিলার মাথায় আঘাত লেগেছে। দমকল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

আজ রাতের ওষুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর ৯৭৭৪১৪৫১৯২

| ক্রমিক সংখ্যা — ৪০৫ | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 9 | | | | | | |
| | 3 | | 1 | | | | | 9 | |
| | 9 | 4 | 3 | | 1 | 2 | | | |
| | 2 | 3 | | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
| | | | 6 | | | 5 | | 7 | |
| | 7 | | 6 | | | 2 | | 3 | |
| 4 | 8 | | 9 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | 6 | 4 | 5 | 9 |

| ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সংখ্যা ৪০৪ এর উত্তর |
| 7 4 2 5 8 9 3 6 1 |
| 5 6 3 7 1 2 4 8 9 |
| 8 1 9 6 3 4 2 5 7 |
| 9 5 6 2 4 7 1 3 8 |
| 3 7 1 8 5 6 9 2 4 |
| 2 8 4 3 9 1 6 7 5 |
| 1 2 7 4 6 5 8 9 3 |
| 6 9 8 1 7 3 5 4 2 |
| 4 3 5 9 2 8 7 1 6 |

স্থান বিশেষে প্রশাসনের ভূমিকা ভিন্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম/ধর্মনগর, ১৪ জানুয়ারি।। করোনা সংক্রমণ রোধের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও সেগুলো কার্যকরের ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশাসনের দৃধরনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কোথাও প্রশাসন ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে উৎসব বাতিল করে দিচ্ছে আবার কোথাও প্রশাসনিক কর্তারা প্রচুর লোক সমাগম দেখেও মুখ বন্ধ করে আছেন। শুক্রবার সাক্রম এবং ধর্মনগরে এমনি প্রশাসনের দৃধরনের ভূমিকা দেখা গেছে।

সাক্রমের ভিতর বাজারে স্থাপিত জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিবছরের মত এবারও উৎসব হয়েছে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার উৎসব হবে না। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকেই উৎসব শুরু হয়। যা চলবে রবিবার পর্যন্ত। এদিকে শনিবার ভক্তদের

কারোরই এ নিয়ে চিন্তাভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ এদিন ধর্মনগরে শুধুমাত্র রথযাত্রার মধ্য দিয়ে পৌষ মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর ধর্মনগরের প্রত্যেক রায় এলাকায় পৌষ মেলা

করার কথা ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে কোনো কিছুই করা যায়নি। তবে ঐতিহ্য মেনে রথযাত্রা কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। এই কর্মসূচিতে शामिल হন এলাকার সমাজসেবী প্রদীপ কুমার নাথ, কাজল দাস, সুধাংশু দেবনাথ, গৌরমণি নমঃ প্রমুখ। প্রশ্ন উঠছে ১৩৫ বছর পুরোনো উৎসব যদি কাটছাট করা যেতে পারে তাহলে সাক্রমের উৎসব কিভাবে চলছে? এক্ষেত্রে প্রশাসনের দ্বিচারিতার অভিযোগ করাছেন অনেকেই। ইতিমধ্যেই তীর্থমুখের মেলা নিয়ে সমালোচনার বাড় বইছে। যে সব জায়গায় বন্ধ পুরোনো মেলা কিংবা উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই সব এলাকার নাগরিকরা প্রশ্ন তুলছেন তীর্থমুখের মেলা কিভাবে হচ্ছে? শান্তিরবাজারের পিঠেপুলি উৎসব এবং আগরতলার আনন্দনগরের দরগা মেলায় অর্কেস্ট্রা নিয়েও বিতর্ক বেড়ে চলেছে।

সংকটজনক আহত শিশু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়ার বালুরমাট এলাকায় মারুতির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল ৯ বছরের এক শিশু। ঘটনা বৃহস্পতিবার। তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল থেকে শিশুটিকে ওইদিনই জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে শিশুটি মৃত্যুর সাথে



পাঞ্জা লড়ছে। এখনও শারীরিক অবস্থা সংকটমুক্ত হয়নি বলে খবর। তবে পরিজনরা ক্রমাগত প্রার্থনা করে চলেছেন শিশুটি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে। তার পরিজনরা জানান, শিশুটি তার কাকাবা বাইসাইকেলে ছিল। তখনই মারুতি গাড়িটি বাইসাইকেলে ধাক্কা দিয়ে শিশুটিকে রাস্তায় ফেলে দেয়। অভিযুক্ত চালককে গাড়ি-সহ আটক করা হয়েছে। এলাকাবাসী মিলেই তাকে আটক করতে সক্ষম হন। আহত শিশুটির নাম নয়ন বিশ্বাস। তার পরিজনরা এখন শারীরিক অবস্থা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন আছেন। যেহেতু তারা শিশুর চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত তাই এখনও পর্যন্ত চালকের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি। তবে ঘটনা সম্পর্কে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অবগত আছে বলে খবর।

পর পর চুরির ঘটনায় আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৪ জানুয়ারি।। একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্কে ভুগছে ব্যবসায়ী মহল। বাজার কমিটির ভূমিকা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার আমতলি থানাধীন সেকেরকেট বাজারে। জানা যায়, গত দুই মাসে পরপর পাঁচবার চুরি হয়েছে সেকেরকেট বাজারের বিভিন্ন দোকানে। যার ফলে ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে আতঙ্ক দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এদিকে বৃহস্পতিবার রাতে সুদীপ সাহা এবং ভজন সাহার ফলের দোকানে চুরি হয়। দুটি দোকান থেকে চোরের দল হানা দিয়ে প্রায়

১৫ হাজার টাকার অধিক বিভিন্ন রকমের ফল নিয়ে যায়। শুক্রবার সকাল বেলা দুই ফল বিক্রেতা লোকান খোলার পর তা দেখে চট্ চট্কালাহ হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন যাবৎ দুই ব্যবসায়ী অধীর আগ্রহ নিয়ে বসেছিল হয়তো পৌষ সংক্রান্তির দিনে ফল বিক্রি করে লাভবান হতে পারবে। তাদের সেই আশায় বেন গুড়ে বালি হয়ে গেল। এদিকে পর পর সেকেরকেট বাজারের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী মহল সেকেরকেট বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদককে দায়ী করলেন। কাগণ পর পর চুরি হওয়ার পরেও সম্পাদক কোন ধরনের ভূমিকা গ্রহণ না বলে অভিযোগ।

কিংবা কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষে দাঁড়ায়নি। যার ফলে ব্যবসায়ীরা দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে লাভের মুখ না দেখে ব্যবসা গুটিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। এদিকে ব্যবসায়ীরা বারবার দাবি করছেন নৈশ প্রহরীর ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু ব্যবসায়ী কমিটির পক্ষে থেকে কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। অন্যদিকে আমতলি থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে ব্যবসায়ী মহল। পর পর চুরি হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত কোন চোর কে আটক করতে সক্ষম হয়নি। যা নিয়ে একপ্রকার আতঙ্কে রয়েছে সেকেরকেট বাজারের ব্যবসায়ীরা।

টিএফডিপিসি’র কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৪ জানুয়ারি।। সরকার নিয়ন্ত্রিত সীচরিসনবাড়ি টিএফডিপিসি রাবার বাগানে কর্মরত দুই শতাধিক শ্রমিকরা

জানালেও তাদের এই আবেদনে কণপাত করেনি কর্তৃপক্ষ। বছর দুয়েক আগে রাজ্যের বন মন্ত্রী যিনি আবার টিএফডিপিসি র চেয়ারম্যান পদে

পরিবর্তনের পর থেকে বাগানের শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এই বাগান পরিদর্শনে আসেন ত্রিপ্রা মখা দলের সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল, সাথে ছিলেন এমডিসি এবং ত্রিপ্রা মখা দলের দক্ষিণ জেলার জোনাল সেক্রেটারি দেবজিৎ ত্রিপুরা এবং ত্রিপ্রা মখা দক্ষিণ জেলার জয়েন্ট সেক্রেটারি হরেন্দ্র রিয়াং। এদিন শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজয় কুমার রাংখল বলেন, বাগানের শ্রমিকদের দাবি যদি পূরণ করা না হয় তাহলে ত্রিপ্রা মখা দলের নেতৃত্বে রাজ্যের সবকয়টি টিএফডিপিসি সেন্টার বন্ধ রেখে একজাটে সরকারের বিপক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করবে দল।



গত চার বছর ধরে আর্থিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। গত চার বছর সময়কালে বিভিন্ন সময় কর্মরত শ্রমিকরা তাদের এই সমস্যা নিরসনের দাবি

আসীন তিনি বাগান পরিদর্শনে আসলে শ্রমিকরা তাদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরে। তারা জানায়, ১৯৮৮ থেকে ২০১৮ সাল অবধি সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চললেও সরকার

চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জানুয়ারি।। গত কিছু দিন ধরে শান্তিরবাজার মহকুমার দশমী রিয়াংপাড়া সংলগ্ন এলাকা থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার নিয়মিত চুরি হচ্ছে। এ বিষয়ে ঠিকৈদার শান্তিরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের

পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ সন্দেহজনকভাবে একটি

গাড়ি আটক করেছিল। টিআর০৩এফ ১৯২০ নম্বরের গাড়ি



থেকে উদ্ধার হয় বেশকিছু সামগ্রী। পরবর্তী সময় তদন্তের মাধ্যমে উদয়পুর থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার-সহ দুই যুবককে শান্তিরবাজার থানায় নিয়ে আসা হয়। চুরি কাণ্ডে আটককৃত দুই অভিযুক্ত জমজুরির দুলাল চৌধুরী এবং উদয়পুরের রঞ্জিত দেবনাথ। শান্তিরবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, রঞ্জিত দেবনাথের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যে চুরি যাওয়া সামগ্রীর ৬০ শতাংশ উদ্ধার হয়েছে। বাকি সামগ্রীগুলি শীঘ্রই উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে পুলিশের ধারণা। প্রায় ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছিল। আটককৃত দুই অভিযুক্তকে শুক্রবার বিলেনিয়ার জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করা হয়। আগামী দিনেও চুরির কাণ্ডে তদন্ত এবং অভিযান জারি থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঐতিহ্য মেনে সংক্রান্তিতে পাড়ায় পাড়ায় কীর্তন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ জানুয়ারি।। পৌষ সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের মধ্যে আলাদা আনন্দ বইয়ে আনে। পৌষ সংক্রান্তির

এছাড়াও থামাঞ্চলের গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় নাম সংকীর্তন। শুক্রবার সকাল থেকেই কল্যাণপুুরের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় মধ্যবিত্ত প্রত্যেকের

এলাকায় নাম সংকীর্তন নিয়ে বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। এতে शामिल হয় ৮ থেকে ৮০ সন্তাল অংশের মানুষ। ধর্মপ্রাণ মানুষ আজকের দিনে প্রত্যেকের বাড়িতে লুটের আয়োজন করা হয় যার মধ্যে থাকে বিভিন্ন ফল, কদমা, বাতাসা অনেকে আবার চকলেটও লুট দিয়ে থাকে। গ্রামীণ পরিবেশে এ এক অন্যরকম দৃশ্য। এদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ কালো। তারপরও মানুষ আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য বছরের মতো লোক সমাগম কিছুটা কম হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে কল্যাণপুর ব্লকের চেয়ারম্যান সোমেন গোপ জানান, করোনা প্রকোপের কারণে সরকারি নিয়ম মেনে রাত্রি ৮ টার ভিতরে শেষ করা হবে কীর্তন। বছরে একটা দিন প্রত্যেক পরিবারের সদস্যরা এই নাম সংকীর্তন এর জন্য উৎসুক হয়ে থাকে।



চিরাচরিত এই পার্বণ বহুকাল ধরে চলে আসছে। পৌষ পার্বণের দিনে গৃহস্থের বাড়ি সেজে ওঠে বিভিন্ন আলপনায়। তৎসঙ্গে পিঠে পুলি-সহ নানান খাবার-দাবারের আয়োজন।

বাড়িতে নাম সংকীর্তন যায়। যে যার মতো করে লুটের আয়োজন করে। এর মধ্যে অন্যরকম হলো প্রায় ১০০ বছরের উপর পুরনো বাজার কলোনি কালীবাড়ি কমিটির পক্ষে এদিন কল্যাণপুরের বিভিন্ন

সাফাই কর্মীদের বকেয়া ১০

থেকে ১২ লাখ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ জানুয়ারি।। শেষ পর্যন্ত কি সাফাই কর্মীদের বকেয়া পারিশ্রমিকের জন্য আন্দোলনে নামতে হবে? করোনাকালীন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে অনেক কর্মী নিয়োগ করেছে। কিন্তু অস্থায়ী কর্মীরা কাজ করলেও তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। উত্তর জেলার ধর্মনগর এবং রাজনগরের বেশ কয়েকজন সাফাই কর্মী এখন পারিশ্রমিকের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন বলে অভিযোগ। তাদেরকে প্রধানবার করোনা মহামারি ছড়িয়ে পড়ার সময় নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে পানিসাগরে যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের ইতিমধ্যেই পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে রাজনগর এবং ধর্মনগরের সাফাই কর্মীদের পারিশ্রমিক কেন বকেয়া রাখা হয়েছে? তাদের বকেয়া বেতনের টাকা ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা হবে বলে অনেকেরই বক্তব্য। গত বছরের মে মাসে অধিকাংশ সাফাই কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের কার্যকালের মোয়াদ ছিল। এদিকে, এ বিষয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডা. অরুণাভ চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, টেকনিক্যাল কারণে সাফাই কর্মীদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তবে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শীঘ্রই যাতে পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া যায়। গোটা বিষয়টি নাকি জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে আছে।

কালোবাজারি

ফন্দি এঁটে

ব্যর্থ ব্যবসায়ী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ জানুয়ারি।। মকর সংক্রান্তিতে চড়া দামে সামগ্রী বিক্রির ফন্দি এঁটেছে একাংশ ব্যবসায়ীরা। পৌষ পার্বণ বা মকর সংক্রান্তির নগরকীর্তন এ ব্যবহৃত বাতাসা-তিজ্রাই ইত্যাদি চড়া দামে বিক্রি করার অভিযোগ উঠলে কল্যাণপুর বাজারের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। মুদি সামগ্রী বিক্রেতা হলেও দীর্ঘদিন ধরে আলু, পেঁয়াজের পাইকারি বা খুচরা বিক্রি করে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে বেআইনিভাবে ব্যবসা সরকারি নিয়মে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জরিমানা দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তার বিরুদ্ধে ক্রেতা সারসারণের বিভিন্ন রকম অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে। হিন্দু বাঙালির পার্বণ মকর সংক্রান্তিতে বাঙালির প্রতি ঘরে ঘরে নগরকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। চিরাচরিতভাবে সাধারণ মানুষ নগরকীর্তনের প্রসাদস্বরূপ ফলমুলের সাথে বাতাসা-তিজ্রাই ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন। বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর বাজারে অত্যাধিক মানুষের ভিড়ে বিভিন্ন দোকানে তিজ্রাই-বাতাসা সংকট দেখা দেয়। শুক্রবার দিনের শুরুতেই বিভিন্ন অংশের মানুষ বাজারে তিজ্রাই-বাতাসা ক্রয় করতে চাইলে বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী কালোবাজারি ধালায় ৭০ টাকার তিজ্রাই-বাতাসা ১৪০-১৫০ টাকায় বিক্রি করতে থাকেন বলে অভিযোগ। মানুষ প্রতিবাদ জানালে সামগ্রী না দেওয়ার কথা জানান। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাটি নিয়ে কিছু ক্রেতা কল্যাণপুর মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারস্থ হন। ঘটনার সত্যতা জেনে মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন মজুমদার বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং অবিলম্বে কালোবাজারি বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কালোবাজারির অভিযোগে বিরক্ত মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার দ্বারা পরিচালিত উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলার ককবরক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০২২ইং এই শিক্ষা সময়ে ভর্তির জন্য আগামী ১৭ই জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী ২০২২ইং পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম বিলি করা এবং জমা নেওয়া হবে।

ছুটির দিন ব্যতিত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভাষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার নিকট হইতে ফর্ম সংগ্রহ করা এবং জমা দেওয়া যাবে।

(দশরথ দেববর্মী, টি.সি.এস এস.এস.জি) অধিকর্তা ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার ত্রিপুরা সরকার ICA-D-1646-22

মকর সংক্রান্তিতে কালো দিবস পালন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুবাইবাড়ি / কদমতলা, ১৪ জানুয়ারি।। মকর সংক্রান্তির দিনটি রাজ্যের অন্যান্য অংশের নাগরিকদের জন্য আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটলেও ব্যতিক্রম দেখা গেলে উত্তর জেলার তারকপুরে। কারণ, দীর্ঘ ৪৯ বছর ধরে চলা আসা উৎসব এবার তারকপুরে অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি প্রশাসন। যে কারণে স্থানীয় নাগরিকরা দিনটিকে কালো দিবস হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন। শুধু তাই নয় ওই এলাকার মানুষ রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের উপর কতটা ক্ষেপে আছেন তা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই সময়ে কোনো ক্লাব, সামাজিক সংগঠন কিংবা কোনো মন্দির কমিটির পক্ষে যেটা অসম্ভব তা সম্ভব করে দেখিয়েছে তারকপুর কালাচাঁদ মিলন মন্দিরের কমিটিরা। কারণ শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে তারা সরাসরিভাবে রাজ্য সরকারকে প্রহ্নাব্যবে জর্জরিত করেছেন। তাদের সেই সব প্রশ্নের উত্তরও জানতে চেয়েছেন তারা। মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা বলেছেন, রাজ্য সরকার যেন শীঘ্রই সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। কিন্তু পরিস্থিতি বলছে প্রশাসনের পক্ষে এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যে সব মন্দির কমিটির পক্ষে তোলা হয়েছে তার উত্তর

দিলে প্রশাসনকেই ল্যাজ-গোবরে হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত প্রশাসন এবং স্থানীয় রাষ্ট্রবাদী নেতারা একেবারে নীরব ভূমিকায় আছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা জানান, এ বছরও বার্ষিক মহোৎসবে হরিনাম সংকীর্তনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া মেলার আয়োজনের জন্য ইতিমধ্যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। এতে



করে তাদের চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশাসন এবং পুলিশের তরফ থেকে মহোৎসবের অনুমতি প্রদান না করায় সবাই অবাধ হয়েছেন। কারণ, মন্দির কমিটি চেয়েছিল অস্ত্র চার-পাঁচজনের উ পস্থিতিতে মহোৎসব হোক। কিন্তু সেই সুযোগটুকু প্রশাসন তাদের দেয়নি। তাই উল্টো প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তারা প্রচুর লোকের লোকের সমাগমের মধ্য দিয়ে আগের দিন তীর্থমুখে কিভাবে মেলার উদ্বোধন হয়েছে? শান্তিরবাজারে তিন দিনব্যাপী পিঠেপুলির উৎসব কিভাবে হল? আনন্দনগরের দরগা

থেকেই বেশিরভাগ মানুষ উৎসবে আসেন। কিন্তু সবাই এবার উৎসব থেকে বঞ্চিত হলেন। এদিন মহোৎসবের মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা প্রশাসনের দ্বিচারিতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তা সাম্প্রতিক সময়ে আর কোথাও দেখা যায়নি। গোটা এলাকার মানুষই যে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ তা সাংবাদিক সম্মেলনেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, মন্দির কমিটির কর্মকর্তারা যখন কথা বলছিলেন এলাকার প্রচুর সংখ্যক মানুষ সেখানে হাজির থেকে সেই সব অভিযোগ এবং প্রশ্নের প্রতি নীরব সমর্থন জানিয়েছেন।

পলিটেকনিকে চোর সন্দেহে আটক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জানুয়ারি।। উদয়পুরস্থিত গোমতী পলিটেকনিকে চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে আরকপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। অভিযুক্ত যুবকের নাম প্রশান্ত দাস। তার বাড়ি ড্রপগেট এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উদয়পুর বনদোয়ারস্থিত গোমতী পলিটেকনিকে নবনির্মিত কোয়ার্টার কমপ্লেক্স থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরির অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। কর্তৃপক্ষের



দাবি বেশ কিছুদিন ধরেই সেখান থেকে সামগ্রী চুরি হচ্ছে। এদিন তারা ঘটনাস্থলে ওই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাকেরা করতে দেন। তাকে আটক করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। অভিযুক্ত যুবক অবশ্য নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করতে চেয়েছে। পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত করছে। এদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে অভিযোগ জমা দিয়েছেন আরকপুর থানায়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের কাছে আগন্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি। যুবকও বারবার বলার চেষ্টা করেছে চুরির উদ্দেশ্যে সে ঘটনাস্থলে যায়নি। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য প্রশান্ত এবং প্রসেনজিৎ নামে দুই যুবককে পর পর কোয়ার্টার চত্বরে ঘোরাকেরা করতে দেখা গেছে। তাই তারা মনে করছে এই দুজনের ঘোরাকেরার পেছনে অন্য কোনো কারণ লুকিয়ে আছে। পুলিশ এখন ঘটনার কি তদন্ত করে সেটাই দেখার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাষাপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পুলিশের কাছে জমা দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করেছেন গত ১২ জানুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বিশ্বজিৎ’র ছেলে প্রসেনজিৎকে চুরির সময় হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, নির্মীয়মান কোয়ার্টার এখনও পর্যন্ত পূর্ত দফতর কর্তৃপক্ষ হস্তান্তর করেনি। কারণ, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। তার আগেই যদি এভাবে চুরির ঘটনা চলতে থাকে তাহলে সরকারি সম্পত্তি কিভাবে রক্ষা হবে?

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura invites e-tender against Press NleT No. 52/EE/PNle/TMECH-DIVN/AGT/2021-22 Titled:12/01/2022. For "Providing, Installation and Commissioning of 01(One) No.Lift of 6 (Six) Passenger (408 kg) capacity passenger elevator up to G+5 level at Directorate of Fire & Emergency Services, Fire Service Chowmuhan, Agartala Tripura(W)(3rd Call)." With Estimated cost -/- Rs.21,62,144.00, Earnest Money :- Rs. 21,62,144.00, Time of Completion :- 12 (Twelve) Months.

Last Date of bidding for bids: Date 2nd day of February, Year,2022 up to 15.00Hrs.

Bid opening date : Date 2nd day of February, Year,2022 at 15.30.00Hrs For more details kindly visit: <https://tripuratenders.gov.in>

Sd/- Illegible Executive Engineer Mechanical Division,PWD(R&B) Agartala, West Tripura ICA-C-3347-22

NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed rate quotation in the plain paper from the interested, experienced and registered bidders for Supply of wheel dustbin of 16 nos of Purba Takchaya ADC village of Tulashikhar RD Block in connection with implementation of Chief Minister Model Village Scheme (CMNVS) during year 2021-22 FY. The sealed quotation should reach to the Office of the BDO, Tulashikhar RD Block, Khowai District Tripura latest by 20-01-2022 by 3.00 PM. The items and specification as below may also be

| Sl No | Name of items | Brand | Quantity | Unit | Remarks |
|-------|--------------------------------|--------------------|----------|------|---------|
| 1 | Wheel Dustbin 240 Ltr. (Green) | | 16 | nos | |
| 2 | Wheel Dustbin 240 Ltr.(Blue) | RFL/CELLO/NILKAMAL | 15 | nds | |
| 3 | Wheel Dustbin 240 Ltr. (Red) | | 1 | no. | |

The tender box under lock & key will be kept open for dropping of tender by the intending bidder in the office of the undersigned from 12-01-2022 to 20-01-2022 from 10.30 am to 3.00 pm except Govt. Holidays and the box will be opened on the last day i.e 20/01/2022 at 3.30 pm. if possible in presence in the interested supplier who have participated in the quotation. If the last date of tender dropping/opening of tender is paralyzed due to any unforeseen reason, the next working day will be the last of dropping/opening of tender box.

Security Deposit in the shape of Earnest money of Rs. 10,000/- (ten thousand only) in the from of Cheque or Demand draft should be deposited in favour of the Block Development Officer, Tulashikhar RD Block, from any scheduled bank guaranteed by the RBI, Earnest money in cash & any other from will not be accepted and without earnest money, the submitted rate quotation shall be summarily rejected.

The quality of articles should be in good condition. The intending bidder should quote the rate as prescribed format given below along with copy of CRC/PRTC, PAN card, GST Registration, tax clearance certificate of valid bidder and permanent resident of Tripura, self attested. Any incomplete tender will summarily be rejected.

Sd/- Illegible Block Development Officer Tulashikhar RD Block Khowai Tripura. ICA-C-3335-22

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নামঃ **সায়ের্টিকিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদঃ ৮১টি,
যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদঃ ৬৯টি,

যোগ্যতাঃ ডিগ্রি, সিএ পাশ, বয়সঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **স্টাফ নার্স, ওটি অ্যাসি., রেডিওগ্রাফার, ল্যাব টেকনেশিয়ান, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ত্রিপুরা)**
শূন্যপদঃ ১৯৫টি,

যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিএমএলটি, বিএমটি, জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ ইত্যাদি,

সরাসরি অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং নিয়োগের কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **এমটিএস, মেকানিক, ড্রাইভার (বিআরও)**
শূন্যপদঃ ৩৫৪টি,

যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,

বয়সঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **ডিপ্লোমা ও গ্রাডুয়েট এপ্রেন্টিস (ইনিসিআইএ)**
শূন্যপদঃ ১৫০টি,

যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,

বয়সঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **এম.ও. (বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদঃ ৭০৮টি,

যোগ্যতাঃ এমবিবিএস পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস্‌)**
শূন্যপদঃ ১২৫টি,

যোগ্যতাঃ চিকিৎসাশাস্ত্রে পিজি পাশ,

বয়সঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **টেকনেশিয়ান (কেন্দ্রীয় গবেষণা),**
শূন্যপদঃ ৬৪১টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ,

বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলায়, নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **মেডিকেল সার্জন (বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদঃ ১৭২টি,

যোগ্যতাঃ এমবিবিএস পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **স্টাফ নার্স, ল্যাব টেকনেশিয়ান (বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদঃ ২৩৩টি,

যোগ্যতাঃ ডিএমএলটি, জিএনএম ফটো-ডিপ্লো পাশ,

বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদঃ ৩ হাজার (সজ্জাবা),

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্রাডুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,

বয়সঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখঃ ২২ জানুয়ারি,

এপ্রিলে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **অফিসার গ্রেড-এ (সেবি)**
শূন্যপদঃ ১২০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্রাডুয়েট ডিগ্রি পাশ,

বয়সঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্র - আগরতলা।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট (সচিবালয়),**
টিপিএসসি'র মাধ্যমে,
শূন্যপদঃ ৫০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে,

বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,

রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।
০-০-০-০-০-০-০-০

* পদের নামঃ **সুপারভাইজর (আইসিডিএস, ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি'র মাধ্যমে,
শূন্যপদঃ ৩৬টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্রাডুয়েট ডিগ্রি পাশ,

নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঙ্কায়ী যোগ্যতা প্রয়োজন,

বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,

রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে।
০-০-০-০-০০০-০-০-০

সেক্রেটারিয়েটে চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগঃ দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১শে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সেক্রেটারিয়েটে চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রার্থীদের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে। টিপিএসসি-র তরফ থেকে এমর্মে এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তা জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয়ে এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যে-কোনও শাখা বা বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। এছাড়া, কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (এসসি/ এসটি/ শাঃপ্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), ডিসচার্জড ১০৫২৩ এডহুক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অমুখ্য ৬০ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। অনলাইনে দরখাস্ত জমাের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের ৬টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — রাজ্য সরকারের অধীনে ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (গ্রুপ-সি) এল.ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট - কাম - টাইপিস্ট পদে লিখিত পরীক্ষা ও টাইপ টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০৫/২০২১। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন ইচ্ছুক প্রার্থীরা আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ‘অনলাইনে’ দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি জেনারেল/ ওবিসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

বহিঃরাজ্যে ববাসকারী ইচ্ছুক প্রার্থীরাও নির্ধারিত তারিখের ফি প্রদান করবেন নেট ব্যাঙ্কিং অথবা প্রাসঙ্গিক যে-কোনও উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর নিয়ামও পাবেন এদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইটে থেকে ডাউনলোড করা বিজ্ঞপ্তি, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **সায়ের্টিকিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৮১টি, যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **স্টাফ নার্স, ওটি অ্যাসি., রেডিওগ্রাফার, ল্যাব টেকনেশিয়ান, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি বা ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৯৫টি,

যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিএমএলটি, বিএমটি, জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ ইত্যাদি, সরাসরি অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং নিয়োগের কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিচারও বা সীমান্ত সড়ক সংস্থায় **এমটিএস, মেকানিক, ড্রাইভার** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৫৪টি, যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়সঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেসেঞ্জরশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করা আজই আপনার নাম ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত যোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে।

ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস (গ্রুপ-সি) পদের ক্ষেত্রে প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই কম্পিউটারে টাইপ টেস্টের জন্য নির্বাচিত হবেন। টাইপ টেস্ট নেওয়া হবে ৫০ নম্বরের। পরে লিখিত পরীক্ষা ও টাইপ টেস্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ২টি পেপার। প্রথম পেপারে ইংরেজি, দ্বিতীয় পেপারে জেনারেল নলেজ এন্ড কারেন্ট অফেয়ার্স। প্রতিটি ১০০ নম্বর করে। ২ ঘণ্টা করে মোট ৪ ঘণ্টার পরীক্ষা। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় রাজ্যের ৬টি শহর যেমন - আগরতলা, আমবাসা, বিলেনীয়া, ধর্মনগর, কেলাসুহর, উদয়পুরের কোথায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করে দেকেন। লিখিত পরীক্ষা এবং টাইপ টেস্টের সময়সূচি এবং নির্দিষ্ট স্থান পরবর্তী সময়ে কললেটারে জানানো হবে।

শূণ্যপদগুলি হল — আইটেম নং - (০১)ঃ এল. ডি. অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট * শূন্যপদ ৫০টি। এর মধ্যে ১১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ১৬টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এলটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। অসংরক্ষিত ২৩টি পদের মধ্যে আবার ১টি পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসমানের জন্য। সর্বোপরি ৫০টি পদের মধ্যে ২টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। পদগুলো স্বায়ী, গ্রুপ - সি, নন্-গেজেটেড। নিয়োগ হবে জিএ (এসএ) দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তমমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। অর্থাৎ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যে-কোনও শাখা বা বিষয়ে ডিপ্লোমা পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় তথ্য-যুগ্মিত মন্ত্রকে **ডিপ্লোমা ও গ্রাডুয়েট এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫০টি, যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়সঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **এম.ও.** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৭০৮টি, যোগ্যতাঃ এমবিবিএস পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **মেডিকেল সার্জন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৭২টি, যোগ্যতাঃ এমবিবিএস পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **স্টাফ নার্স, ল্যাব টেকনেশিয়ান (বহিঃরাজ্য)** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৩৫টি, যোগ্যতাঃ চিকিৎসাশাস্ত্রে পিজি পাশ,

কোভিড হাসপাতালের জন্য রাজ্য সরকারের অধীনে প্রচুর নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের তত্ত্বাবধানে কোভিড হাসপাতালের জন্য স্টাফ নার্স, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, রেডিওগ্রাফার, ল্যাব টেকনেশিয়ান, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের মেডিকেল সুপার এবং দপ্তর প্রধানের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এফ. ২(১-২১৪) - এমএস/ইএসটিটি/ ২০২১। তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২২ ইংরেজি। মোট কথা কোভিড হাসপাতালের জন্য স্টাফ নার্স, ওটি অ্যাসি., রেডিওগ্রাফার, ল্যাব টেকনেশিয়ান, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিএমএলটি, বিএমটি, জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ ইত্যাদি, সরাসরি অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং নিয়োগের কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ১৮-০১-২০২২ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে সরাসরি দরখাস্ত জমা করতে পারেন, নির্দিষ্ট িকানায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ফরম্যাটে, তবে এর আগে ঐদের ওয়েবসাইটে পলি অন করুন, নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্টআউট করে নিতে হবে। দরখাস্ত সরাসরি জমা করতে হবে ১৮ জানুয়ারি, বিকেল ৪টার মধ্যে। ডাকযোগে পাঠালে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখও ১৮ জানুয়ারি। দরখাস্ত লিখতে হবে (To The Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala, P.O. - Kunjavan, Agartala, West Tripura, Pin - 799006) উদ্দেশ্য করে। দরখাস্তের সঙ্গে সমস্ত ডকুমেন্টস এবং সার্টিফিকেটস (জেরজ কপি, সেক্স এস্টেটসটি করে) জুড়ে জমা দিতে হবে এই ঠিকনায়ঃ The Lecture Hall - I (First Floor), Agartala Govt. Medical College Building, Agartala, Pin - 799006. বলা বাচ্ছিন্ন, দরখাস্ত ফিল-আপের আগে নিজেদের একটি ধৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেইল আইডি তৈরি রাখবেন। সমস্ত যোগাযোগের জন্য এবং পরে ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত বের করা, বারখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই বা হ্যালো’ লিখে মেসেঞ্জরশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন সুপার এবং দপ্তর প্রধানের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এফ. ২(১-২১৪) - এমএস/ইএসটিটি/ ২০২১। তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২২ ইংরেজি। মোট কথা কোভিড হাসপাতালের জন্য স্টাফ নার্স, ওটি অ্যাসি., রেডিওগ্রাফার, ল্যাব টেকনেশিয়ান, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিএমএলটি, বিএমটি, জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ ইত্যাদি, সরাসরি অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৮ জানুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

নোগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। সর্বভারতীয় চাকরি হলেও প্রতিটি রাজ্যের প্রার্থীরা নিজ নিজ রাজধানী বা শহরে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলায় পরীক্ষার সুযোগ পাবেন। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় পছন্দের সেন্টার চয়েজ করে দিতে হবে। আপাতত পরীক্ষার দিনসংখ্য ২০ ফেব্রুয়ারি স্থির করা হয়েছে। তবে পরীক্ষার নির্দিষ্ট ও সঠিক স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বৃক্সলেটেও মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নির্দেশ দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। অগালা কেনএ চিঠি পাঠানো হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলে মূল পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ জন্য নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য পরে জানানো হবে এসএমএস-এর মাধ্যমে।

